মেহেরপুর

মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর

District Administration, Meherpur

Prime Minister's Office BANGLADESH

মেহেরপুর

মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

Mujibnagar'71, The Glory of Enlightened Meherpur

জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর

District Administration, Meherpur

দিক নির্দেশনায়
এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

রচনা ও প্রকাশনায়
জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর

পৃষ্ঠপোষকতায়
পরিমল সিংহ
জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর

উপদেষ্টা
মোঃ খায়রুল হাসান
উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, মেহেরপুর
সেখ ফরিদ আহমেদ
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (উপসচিব)

সম্পাদক
মোঃ খায়রুল হাসান
উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, মেহেরপুর

সম্পাদনা সহযোগী
মোহাম্মদ মামুন
সহকারী কমিশনার
পাঠান মোঃ সাইদুজ্জামান
সহকারী কমিশনার
কামরুল হাসান
সহকারী কমিশনার
মোঃ রকিবুল হাসান
সহকারী কমিশনার
আরিফা সুলতানা
সহকারী কমিশনার
মোঃ মহিদুল হক
সহকারী কমিশনার
কাজী নাহিদ ইভা
সহকারী কমিশনার
মোঃ মিনহাজুল ইসলাম
সহকারী কমিশনার

আলোকচিত্র গ্রহণে
পাঠান মোঃ সাইদুজ্জামান
সহকারী কমিশনার
মোঃ রেজ-আন-উল বাসার তাপস

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
মার্চ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
তারেক ইবনে আজিজ সিহাব

মুদ্রণ ঃ
লুৎফুর এন্টারপ্রাইজ
ঢাকা, বাংলাদেশ।

কপিরাইট
জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া এ পুস্তকের কোন অংশ কোনোভাবে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

Directed by
Access to Information (a2i) Programme
Prime Minister's Office

Overall Supervision
Cabinet Division

Writer & Publisher
District Administration, Meherpur

Patronized by
Parimal Singha
Deputy Commissioner, Meherpur

Adviser
Md. Khairul Hassan
Deputy Director (Deputy Secretary), Local Government, Meherpur
Shaikh Farid Ahmed
Additional District Magistrate (Deputy Secretary)

Editor
Md. Khairul Hassan
Deputy Director (Deputy Secretary), Local Government, Meherpur

Assistant Editor
Mohammad Mamun
Assistant Commissioner
Pathan Md. Saiduzzaman
Assistant Commissioner
Kamrul Hasan
Assistant Commissioner
Md. Rockybul Hassan
Assistant Commissioner
Arifa Sultana
Assistant Commissioner
Md. Mohidul Haque
Assistant Commissioner
Kazi Nahid Eva
Assistant Commissioner
Md. Minhazul Islam
Assistant Commissioner

Photography
Pathan Md. Saiduzzaman
Assistant Commissioner
Md. Rez-An-Ul Basar Tapos

Date of Publication
Falgun 1424 (Bengali)
March 2018

Cover & Graphic Design
Tarek IBN Aziz Sihab

Printed by :
Lutfur Enterprise
Dhaka, Bangladesh

Copyright
District Administration, Meherpur
All rights reserved. Reprinting or copying any part of this book in any form without prior written permission of the publisher is strictly prohibited.

মেহেরপুর

মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

মুখবন্ধ

আধুনিক প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশকে সঠিকরূপে উপস্থাপন এবং ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ সফল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিবিধ পরিকল্পনা। জেলা ব্র্যান্ডিং এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জেলা ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য দেশে ও বিদেশে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের সঠিক পরিচয় ফুটে উঠবে। জেলা ব্র্যান্ডিং একটি আর্থসামাজিক আন্দোলন যেখানে জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ সাধিত হবার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন সূচকেও আসবে ইতিবাচক ও সদর্থক পরিবর্তন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ষড়ঋতুর তীর্থস্থান আমাদের এই বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনায় মেহেরপুরের মুজিবনগর স্বাধীনতার সুতিকাগারের ভূমিকা পালন করায় এ জেলার ইতিহাস হয়েছে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত এই জেলার সর্বত্র রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের ছাপ। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর প্রাক্কালে মেহেরপুরের মুজিবনগরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন এবং "মুজিবনগর সরকার" শপথ গ্রহণ করেন। বর্তমানে এখানে এই ইতিহাসের স্মৃতিস্বরূপ "মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র" গড়ে উঠেছে।

অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমঝুপি নীলকুঠি, ভাটপাড়া নীলকুঠি ও আমদহ গ্রামের স্থাপত্য কীর্তি। এছাড়াও রয়েছে ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু সাবিত্রী ও রসকদম্ব মিষ্টি। উল্লেখ্য, এই জেলার মৌসুমী ফল (যেমনঃ আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি) খুবই সুস্বাদু।

শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, মেহেরপুরে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ের নিদর্শন। এর মধ্যে শেখ ফরিদের দরগাহ, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির ও ভবানন্দপুর মন্দির অন্যতম। এছাড়া কাজলা, ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদী এ জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

অপরূপ সৌন্দর্যের কারণে মেহেরপুর মুগ্ধ করেছে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক ও মরমী সাধকদের। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে মেহেরপুরের বচনাকার মিহির ও খনার মূল্যবান প্রবচন স্থান করে নিয়েছে। লোকসংস্কৃতিতে বারবার এসেছে এই জেলার সৌন্দর্যের কথা।

এই ব্র্যান্ডিং প্রকাশনা মেহেরপুরকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করবে বলে আশা করি। এ মহান কর্মযজ্ঞে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা ও পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও, বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম-কে ব্র্যান্ডবুক তৈরির সদয় দিক নির্দেশনা ও তথ্য প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই ব্র্যান্ডিং প্রকাশনাকে ত্রুটিমুক্ত রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তারপরেও কোন ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত এসকল ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মেহেরপুরের হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠুক "মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর"।

পরিমল সিংহ
জেলা প্রশাসক
মেহেরপুর।

Preface

The present government has taken different action plans to represent the potentials of Bangladesh in the modern competitive world perfectly and to make vision-2021 and vision-2041 successful. Bangladesh will be a middle income country within 2021 and a developed and wealthy country within 2041. Besides this, different plans including seventh five year plan have been taken for sustainable development and to make Bangladesh self-dependent. District branding is mostly interrelated with the implementation of these plans. It will be possible to present the glorious history and tradition of each district by the District Branding. The proper identity of Bangladesh will be visible to the entire world through this process. District Branding is a socio-economic movement where the economic probability of a district will be flourished along with positive changes in different social indicators.

Our Bangladesh is a country of natural beauty and a holy place of six seasons. It came into light when Mujibnagar played a key role for the independence of Bangladesh during the time of liberation war in 1971. Then the history of Meherpur became very glorious. The historical impression of independent Bangladesh has been found in every places of this district based on the memory of great liberation war. At the beginning of the liberation war, the first government of Bangladesh was formed here in Baidyanathtola mango orchard (now Mujibnagar) and the "Mujibnagar Govt." took oath here. The "Mujibnagar Liberation war Memorial Centre" has been built here for the remembrance of this history.

There are many archaeological structures of which Amjhupi Nilkuthi, Bhatpara Nilkuthi and the structure of Amdah village are worth mentionable. Besides this, there are traditional delicious sabitri and roskodombo sweets. It is mentionable that the seasonal fruits (example: mango, litchi, jackfruits etc.) of this district are very delicious.

There are not only archaeological structures but also different religious structures. Among these, the dargah of Sheikh Farid, Siddeshwari Kali temple and Vobanandapur temple are worth mentionable. Besides these, rivers named Kazla, Bhairab and Mathavanga have increased the natural beauty of this district.

Meherpur has fascinated many poet-litterateurs and mystical saints for it's amazing beauty. Besides this, valuable proverbs of famous persons named Mihir and Khona of Meherpur have achieved an important place in Bangla literature. The beauty of this district is mentioned many times in the folk culture.

I hope that this branding publication will make Meherpur known to the outer international platform. I am conveying my gratitude and thank to all who have assisted in this great job directly and indirectly. Moreover, I am conveying my cordial gratitude and thank to the access to information (a2i) programme of prime minister's office for giving proper guideline and information for making this brandbook.

Utmost precaution has been taken to make this district branding publication flawless. Still there may be some mistakes. I ask for forgiveness for these unintentional mistakes.

May Meherpur become known as "Mujibnagar'71, The glory of Enlightened Meherpur" to the world with its glorious history of thousand years, heritage and enthralling natural beauty.

Parimal Singha
Deputy Commissioner
Meherpur.

সূচি

বাণী	
পৃথিবী মানচিত্রে মেহেরপুর	১৬
মেহেরপুর জেলার মানচিত্র	১৮
জেলা পরিচিতি ও মেহেরপুরের ইতিহাস	১৯
জেলা ব্র্যান্ডিং এর ধারণা ও প্রেক্ষাপট	২০
ব্র্যান্ডিং লোগো ও ট্যাগলাইনের বর্ণনা	২১
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুর	২২
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	২৪
মুজিবনগরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মানচিত্র	২৬
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য	২৮
শেখ হাসিনা মঞ্চ, মুজিবনগর	২৯
৭ বীরশ্রেষ্ঠের ভাস্কর্য	৩০
বীরপ্রতিক সেতারা বেগম ও তারামন বিবির ভাস্কর্য	৩২
মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রের দেয়ালচিত্র	৩৪
ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকানন	৩৬
মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের অংশ	৩৮
জয় বাংলা স্মৃতিফলক, মুজিবনগর	৪০
মুজিবনগর কমপেক্সের কিছু ভাস্কর্য	৪১
মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের দৃশ্যের ভাস্কর্য	৪২
পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর	৪৪
মেহেরপুর জেলার প্রবেশদ্বার	৪৬
আমঝুপি নীলকুঠি	৪৮
ডিসি ইকো পার্ক, আমঝুপি	৫০
ভাটপাড়া নীলকুঠি	৫২
জেলা প্রশাসক ইকো পার্ক ভাটপাড়া, গাংনী	৫৪
জেলা প্রশাসক ইকো পার্ক লেক, গাংনী	৫৬
শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন মেহেরপুরের সকাল	৬০
সবুজ ফসলে ঘেরা মেহেরপুর (ফুলকপি ক্ষেত)	৬২
মেহেরপুর জেলায় ব্যাগিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত হিমসাগর আম বাগান	৬৪
চাঁদবিল	৬৬
বিজন বিল, রুদ্রনগর, মেহেরপুর	৬৮
ভৈরব নদী	৭০
কাজলা নদী	৭২
মেহেরপুর গেট	৭৪
শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক	৭৬
মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ	৭৮
পৌর ঈদগাহ গেট, মেহেরপুর	৭৯
পৌর ঈদগাহ, মেহেরপুর	৮০
জেলা পরিষদ, মেহেরপুর	৮২
মেহেরপুর পৌরসভা	৮৪
মেহেরপুর হল	৮৬
বসু ভিলা, মুজিবনগর, মেহেরপুর	৮৭
মেহেরপুর, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৮৮
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মেহেরপুর	৯০
আটকবর, তেবুখালীর মাঠ, সাহারবাটি	৯১
আশরাফপুরের প্রাচীন জামে মসজিদ	৯২
স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম	৯৪
বলরাম হাড়ীর আখড়া, মালোপাড়া, মেহেরপুর	৯৫
সাধু পিতরের গির্জা, রতনপুর, মুজিবনগর	৯৬
ইম্মানুয়েল চার্চ, বল্লভপুর, মুজিবনগর	৯৯
মেহেরপুরের বিখ্যাত হিমসাগর আম	১০০
মেহেরপুরের বিখ্যাত মেহেরসাগর কলা	১০১
মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী সাবিত্রী মিষ্টি	১০২
মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী রসকদম্ব মিষ্টি	১০৩
মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	১০৪
মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী গাড়ল ভেড়া	১০৫
জেলা ব্র্যান্ডিং এর তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা	১০৬
জেলা ব্র্যান্ডিং কর্মশালা	১০৮
জেলা ব্র্যান্ডিং প্রচার কার্যক্রমের উদ্যোগসমূহ	১১০
পরিবহন বিষয়ক তথ্য	১১২
সরকারি আবাসনের তথ্য	১১৩
বেসরকারি আবাসনের তথ্য	১১৯
এক নজরে দর্শনীয় স্থানসমূহ	১২১
জরুরী ফোন নাম্বার	১২২

Contents

Messages	
Meherpur in World Map	16
Meherpur District Map	18
About the Distrct	19
Concept & Background of District Branding	20
Description of Branding Logo & Tagline	21
Office of the Deputy Commissioner	22
Mujibnagar Memorial	24
Largest Map of Bangladesh, Mujibnagar	26
Sculpture of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman	28
Sheikh Hasina Stage, Mujibnagar	29
Sculpture of 7 Bir Sreshtho	30
Sculpture of Setara Begum & Taramon Bibi	32
Mural of Mujibnagar Memorial Centre	34
Historic Mujibnagar Amrokanon	36
Part of Mujibnagar Memorial Complex	38
Joy Bangla Monument , Mujibnagar	40
Some Sculptures of Mujibnagar Complex	41
Sculpture of torturing woman	42
Parjatan Motel, Mujibnagar	44
Entrance of Meherpur District	46
Amjhupi Nilkuthi	48
DC Eco Park, Amjhupi	50
Bhatpara Nilkuthi	52
DC Eco Park, Bhatpara, Gangni	54
DC Eco Park Lake, Gangni	56
Foggy Winter Morning of Meherpur	60
Green Crops of Meherpur	62
Himsagar Mango Garden Cultivated through Bagging Method	64
Chand Beel, Amjhupi	66
Bijon Beel, Rudranagar, Meherpur	68
Bhairab River	70
Kajla River	72
Meherpur Gate	74
Shahid Dr. Shamsujjoha Park	76
Meherpur Martyr Memorial	78
Municipal Eidgah Gate, Meherpur	79
Municipal Eidgah, Meherpur	80
District Council, Meherpur	82
Meherpur Municipality	84
Meherpur Hall & Guest House	86
Bosu Villa, Mujibnagar, Meherpur	87
Meherpur PTI	88
Technical Training Centre, Meherpur	90
Atkabar (Eight Graves), Shaharbarti	91
Ancient Jame Mashjid of Ashrafpur	92
Swami Nigamananda Ashram	94
Balaram Hari Tomb, Malopara, Meherpur	95
Saint Peter's Church, Ratanpur, Mujibnagar	96
Emmanuel Church, Ballavpur, Mujibnagar	99
Renowned Himsagar Mango of Meherpur	100
Renowned Mehersagar Banana of Meherpur	101
Traditional Sabitri Sweet of Meherpur	102
Traditional Roskodomb of Meherpur	103
Traditional Black Bengal Goat of Meherpur	104
Traditional Fleabag Sheep of Meherpur	105
Three Year Work Plan of District Branding	106
District Branding Workshop	108
District Branding Promotional Initiatives	110
Transportation Information	112
Govt. Accommodation Information	113
Private Accommodation Information	119
Tourist Spots at a glance	121
Emergency Contacts	122

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এইপথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্য সমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ব্র্যান্ড-বুক। জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

Mohammad Shafiul Alam
Cabinet Secretary
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message

Bangladesh is pacing firmly on the highway towards development with a vision to realize Sonar Bangla, the dream of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under the charismatic leadership of Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh. The country is determined to become a middle income nation by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041 in the course of realization of the vision. Integrated efforts and initiatives along with appropriate flourishment of the economic prospects of each district are crucial for achieving the vision. In this context district branding is being implemented under the coordination of Cabinet Division with the support of the a2i program of Prime Minister's Office. The cabinet division has already issued a strategy for proper planning and implementation of district-branding.

One of the most important aspects of district-branding is the brand-book. It is an important and effective tool for showcasing district-branding at home and abroad. I am absolutely delighted to know that Office of the Deputy Commissioner, Meherpur is going to publish a brand-book with the support of a2i program. I believe this brand-book will play a pivotal role in depicting district-branding initiatives and implementation trajectory.

I would like to thank all officials concerned with the preparation of the book.

Mohammad Shafiul Alam

মোঃ নজিবুর রহমান
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা সমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ ক্ষেত্র রয়েছে। যেমনঃ পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটনশিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও সবধরণের সহায়তা দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলা সমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণ সমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

Md. Nojibur Rahman
Principal Secretary
Prime Minister's Office
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message

The mission of district branding is to achieve socio economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing 'one district one product'programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. The Prime Minister's Office can also provide all-out support.

All the districts have already selected their branding areas, developed logos and three-year work plan with the support of the a2i program of the Prime Minister's Office. One of the important initiatives of the district to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book.This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration, Meherpur, a2i and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

(Md. Nojibur Rahman)

কবির বিন আনোয়ার
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,
ও প্রকল্প পরিচালক, এটুআই

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এক একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কোন জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোন জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্যে বিখ্যাত, কোথাও বা মজাদার কোন খাবারের জন্য সুনাম কুড়ানো। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ কে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি উদ্যোগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞানভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। সে লক্ষ্যেই জেলা কমিটিকে এই বই প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি আশা করব ভবিষ্যতে এই জেলা ব্র্যান্ডিং বই এর নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর, এটুআই এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশিষ্ট থেকে যাঁরা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(কবির বিন আনোয়ার)

Kabir Bin Anwar
Director General (Administration)
Prime Minister's Office
And Project Director, a2i.

Message

Each and every districts of Bangladesh possess some unique features and potentialities. Some part of this land have elegant natural beauty while the other parts have historical archetypes and antiques. Also most parts of this land have abundancy of agri products with lot of fruits and corps. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practice as well. All the unique features and characteristics of the very part of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the Beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this perspective district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, to build 'Sonar Bangla' the dream of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The present government is committed to build 'Digital Bangladesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 2041. To realize these visions, the government has taken up massive programs. As part of these programs to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding' has been undertaken by the a2i program of the Prime Minister's Office.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book will serve as a knowledge base for planning and implementing district-branding and for those who will be associated with this initiative later. For this reason, the district committee has been requested to publish this document. Bilingual feature of this book has certainly added extra advantage regarding its use.

I expect, new editions of this book will be published in future and will play a crucial role in showcasing district branding at home and abroad. My heartfelt thanks go to District Administration, Meherpur, a2i and all who contributed to this significant publication.

(Kabir Bin Anwar)

লোকমান হোসেন মিয়া
বিভাগীয় কমিশনার
খুলনা

বাণী

প্রত্যেকটি জেলার ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নির্দিষ্ট লোগোর মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সকলের কাছে তুলে ধরাই হচ্ছে জেলা ব্র্যান্ডিং। পর্যটন শিল্পের বিকাশ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন জেলার পণ্য অন্যান্য জেলায় পরিচিত করা, স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি ও বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের সক্ষমতার উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রাখে জেলা ব্র্যান্ডিং। বাংলাদেশ এখন তৈরি পোশাক শিল্প, বাঘের পরিচয়ে ক্রিকেট, ক্রমবর্ধমান তথ্য প্রযুক্তিখাতসহ ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিচয়ে সারা বিশ্বে পরিচিত। এদেশের ৬৬% কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী, যা আমাদের সম্পদ। সম্মিলিত উদ্যোগ থাকলে নিজস্ব মেধাকে কাজে লাগিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমরা উপযুক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অবস্থানের কারণে অচিরেই এতদঞ্চলের মানুষ পদ্মা সেতুর সুফল ভোগ করবে। দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টি করতে জেলা ব্র্যান্ডিং এর উদ্যোগ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশের ২০২১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞাননির্ভর মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের এগিয়ে আসতে হবে। জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের আওতায় ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ ব্র্যান্ড-বুকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(লোকমান হোসেন মিয়া)

Lokman Hossain Mia
Divisional Commissioner
Khulna

Message

District Branding is to familiarize a district's geographical features, natural beauty, history, cultural heritage etc. through a preset logo in front of the national and international community. The purpose of District Branding is expansion of tourism industry, industry, infrastructural development, promoting products of one district to the others, creating local entrepreneur and enhancing capability of the existing entrepreneur that is sustainable development. Bangladesh has become renowned to the world as Digital Bangladesh for her intensified information technology sector as well as Ready Made Garments and the famous Cricket team. 66% of our total population is skilled, who are our great asset. If we take initiatives we will be able to create our own esteemed place in the competitive world by using our talent, guided by a true leader. The people of this region are going to enjoy the advantage of the Padma Bridge due to the strong stand of the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. In order to create economic flow among the promising sectors of 21 districts of the southern region, it is needed to spread this initiatives of District Branding among the mass people.

By the year of 2021, Bangladesh will emerge as knowledge based mid-income country. All of the government partners need to come up to achieve this goal. I am very glad to know that a Brand Book is going to be published under the project of District Branding. I wish every success of this Brand Book.

Lokman Hossain Miah

পৃথিবী মানচিত্রে মেহেরপুর
Meherpur in World Map

Meherpur in Google Map

Scan this QR code
to find Meherpur in Google map

মেহেরপুর জেলার মানচিত্র
Meherpur District Map

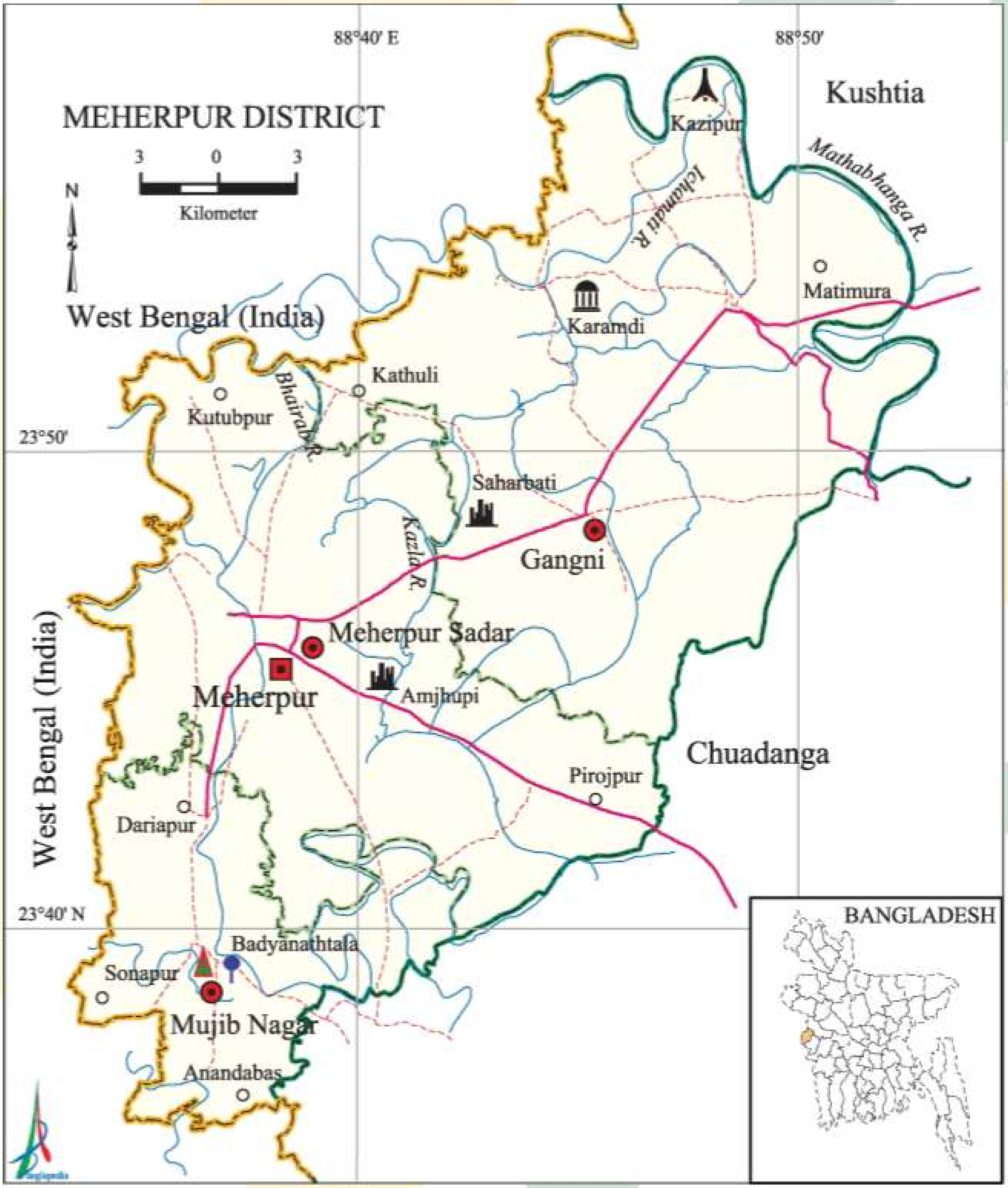

জেলা পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের ছোট্ট একটি জেলা মেহেরপুর। এ জেলার রয়েছে প্রায় দু হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বিশেষত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘটনায় মেহেরপুরের মুজিবনগর সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করায় এ জেলার ইতিহাস হয়েছে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলাতে (বর্তমানে মুজিবনগর উপজেলা) শপথ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের প্রথম সরকার, পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। প্রায় ৭১৬.০৮ বর্গ কিঃমিঃ আয়তনের এই জেলাটি ২৩°৩৬´ থেকে ২৩°৫৮´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°৩৩´ থেকে ৮৮°৫৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ জেলার উত্তরে রয়েছে কুষ্টিয়া জেলা ও পশ্চিমবঙ্গ (ভারত), দক্ষিণে চুয়াডাঙ্গা ও পশ্চিমবঙ্গ (ভারত), পূর্বে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলা, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)। ব্রিটিশ আমলে মেহেরপুর জেলা অবিভক্ত নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে মেহেরপুর শহরের গোড়াপত্তন হয় এবং ১৯৬০ সালে একে পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মেহেরপুর মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালে কুষ্টিয়া থেকে পৃথক করে মেহেরপুরকে স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেয়া হয়।

About the District

Meherpur is a small district of southwestern border of Bangladesh. This district has about two thousand years of ancient history and tradition. In particular, the history of this district has been glorious because of the role of Mujibnagar on the rise of Bangladesh in the 1971 war of independence. On 17 April 1971, at Baidyanathtala (presently Mujibnagar upazila), Meherpur; the first government of Bangladesh was sworn in as well as the Declaration of Independence was read out. About 716.08 sq km area, this district is located in 23°36' to 23°58' north latitudes and from 88°33' to 88°53' east longitude. The district is north of Kushtia district and West Bengal (India), south of Chuadanga and West Bengal (India), Chuadanga and Kushtia districts on the east, West Bengal (India) on the west. During British rule, Meherpur district was included in the undivided Nadia district. In the beginning of the sixteenth century, Meherpur town was established and in 1960 it was included in the municipality. Meherpur subdivision was turned into a district in 1984. In 1984, Meherpur was given the status of a separate district by separating from Kushtia.

মেহেরপুরের ইতিহাস

যে সকল অঞ্চল নিয়ে বর্তমান মেহেরপুর জেলা গঠিত তা একটি প্রাচীন জনপদ। ইতিহাসের সকল স্তরে এই জনপদটি অস্তিত্বশীল ছিল। এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, এর ভৌগলিক অবস্থা এবং অবস্থান বিবেচনা করলে মেহেরপুর যে একটি প্রাচীন জনপদ তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর নামকরণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত দুটি অনুমানসিদ্ধ তথ্য জানা গেছে। একটি হচ্ছে দরবেশ মেহের আলী নামের জনৈক ব্যক্তির নামানুসারে ষোড়শ শতকের অথবা তার কিছুকাল পরে মেহেরপুর নামকরণ করা হয়েছে। বিখ্যাত বচনকার মিহির ও তাঁর নিজের পুত্রবধু খনা ভৈরব নদীর তীরস্থ এ অঞ্চলে বাস করতেন। তার নামানুসারে প্রথমে মিহিরপুর এবং পরবর্তীতে মেহেরপুর নামকরণ হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ১৯৮৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা লাভ করে। ২০০০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলা বিভক্ত হয়ে মুজিবনগর উপজেলার সৃষ্টি হয়।

History of Meherpur

The area which is presently formed by Meherpur district is an ancient settlement. This township was present in all the stages of history. Considering the geography of the region, its geographical condition and location, Meherpur was established as an ancient township. So far, two preeminent information about the name of Meherpur is known. One was that Meherpur was named after the name of a Saint Meher Ali, in 16th century or late. Renowned writer Mihir and his own daughter-in-law Khona lived in this area on the bank of the river Bhairab. It is assumed that Mihirpur was named after his name at first and later it was named Meherpur. On 24 February 1984, Meherpur became the full district. On 24 February 2000, Meherpur Sadar Upazila was divided into Mujibnagar upazila.

জেলা ব্র্যান্ডিং এর ধারণা

জেলার ইতিহাস ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তার স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করার লক্ষ্যে গৃহীত সার্বিক কর্মপরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের কর্মযজ্ঞই হলো জেলা ব্র্যান্ডিং।

Concept of District Branding

Considering the history and heritage of the district, the overall action plan and the implementation of exhibiting the distinction of a district by involving all the people of the district is District Branding.

জেলা ব্র্যান্ডিং প্রেক্ষাপট

প্রাচীন আমল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে মেহেরপুরে গড়ে উঠেছে নানান স্থাপনা। এসব স্থাপনার মধ্যে রয়েছে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ও মুজিবনগর আম্রকানন। যুদ্ধ শুরুর আগে মেহেরপুর সদর থানার (বর্তমানে মুজিবনগর থানা) বৈদ্যনাথতলার এ আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করেন। ভবানন্দপুর মন্দির মেহেরপুর জেলার প্রত্ন নিদর্শনগুলোর অন্যতম। ভবানন্দপুর গ্রামে প্রাচীন এ মন্দিরের অবস্থান। আমঝুপি নীলকুঠি, নীল চাষ ও নীলকরদের দীর্ঘ ইতিহাস মেহেরপুরের বুকে জড়িয়ে রয়েছে। আরো রয়েছে ভাটপাড়ার নীলকুঠি, শেখ ফরিদের দরগাহ, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, মেহেরপুর পৌর কবরস্থান এবং মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ। ১৯৭১ সালে যে সব বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং যারা পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানের পাশে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। এরকম অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন মেহেরপুর জেলাকে করেছে সমৃদ্ধ। মেহেরপুর জেলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক পটভূমি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে এই জেলাটিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরা সম্ভব।

Background of District Branding

Beginning from ancient times, different structures have been established in Meherpur. These are the Mujibnagar Memorials and Mujibnagar Amrakanon. Before the liberation war, the first government of Bangladesh took oath in the Amrakanon of Meherpur Sadar Police Station (now Mujibnagar thana) at Baidyanathtala. Bhawanandpur temple is one of the archaeological patterns of Meherpur district. This ancient temple is located in Bhawanandpur village. Amjhupi Nilkuthi has long history of indigo cultivation and indigo planters. There are also Nilkuthi of Bhatpara, Dargah of Sheikh Farid, Siddheswari Kali Mandir, Meherpur Municipal Cemetery and Meherpur Shahid Memorial Museum. A memorial has been constructed beside the Meherpur Municipal Cemetery in memory of the valiant freedom fighters and those who were brutally killed by the Pakistani Army in 1971. Numerous historical monuments have enriched Meherpur district. It is possible to present this district in national and international sphere with effective branding by considering the geographical features, natural beauty, historical background, heritage and culture of Meherpur district.

ব্র্যান্ডিং লোগো ও ট্যাগলাইনের বর্ণনা
Description of Branding Logo & Tagline

মেহেরপুর

মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

Mujibnagar'71, The Glory of Enlightened Meherpur

মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মুজিবনগরকে মূল ফোকাসে রেখে জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলার লোগো ঠিক করা হয়েছে। ট্যাগলাইন "মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর"। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননে (বর্তমানে মুজিবনগর) বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং পাঠ করা হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

লোগোটিতে স্থান পেয়েছে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ বাঙালির স্বাধীনতাযুদ্ধ ও আত্মত্যাগের প্রতীক। স্মৃতিসৌধের ২৩টি স্তম্ভ ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানী শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের স্থানটি লাল রঙের আয়তক্ষেত্র দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। স্মৃতিসৌধের বেদীকে আরোহণের জন্য ১১টি সিঁড়ি দ্বারা মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরে বিভক্ত বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছে। উদীয়মান সূর্য দ্বারা মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের রক্তার্জিত স্বাধীনতাকে বোঝানো হয়েছে।

Mujibnagar'71, The Glory of Enlightened Meherpur

The logo of Meherpur district has been fixed as part of district branding by keeping the main focus of Mujibnagar in memory of the great war of liberation. Tagline "Mujibnagar Ekattor, The glory of enlightened Meherpur". It is to be noted that on 17 April 1971, the first government of Bangladesh was sworn in and the declaration of independence was read out at Baidyanathtala Amrakanon (now Mujibnagar) in Meherpur.

Mujibnagar Memorial has been found in the logo. Mujibnagar Memorial symbolizes the independence and sacrifice of the Bangalee people. 23 pillars of memorials symbolize the independent movement and struggle of Bangalee for freedom against Pakistani exploitation and torture from 1948 to 1971. The country's first government swearing-in has been identified by red rectangle. In order to ascend the monument, 11 stairs are meant to be divided into 11 different sectors of the liberation war. The rising sun of the logo has been meant the independence of Bangladesh achieved by sacrificing valorous martyrs in a sanguinary liberation war.

Office of the Deputy Commissioner, Meherpur

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুর

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

Mujibnagar Memorial

Our great Liberation war has been shown up through this map inside the Mujibnagar Liberation war Memorial centre

মুজিবনগরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের মানচিত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরা হয়েছে

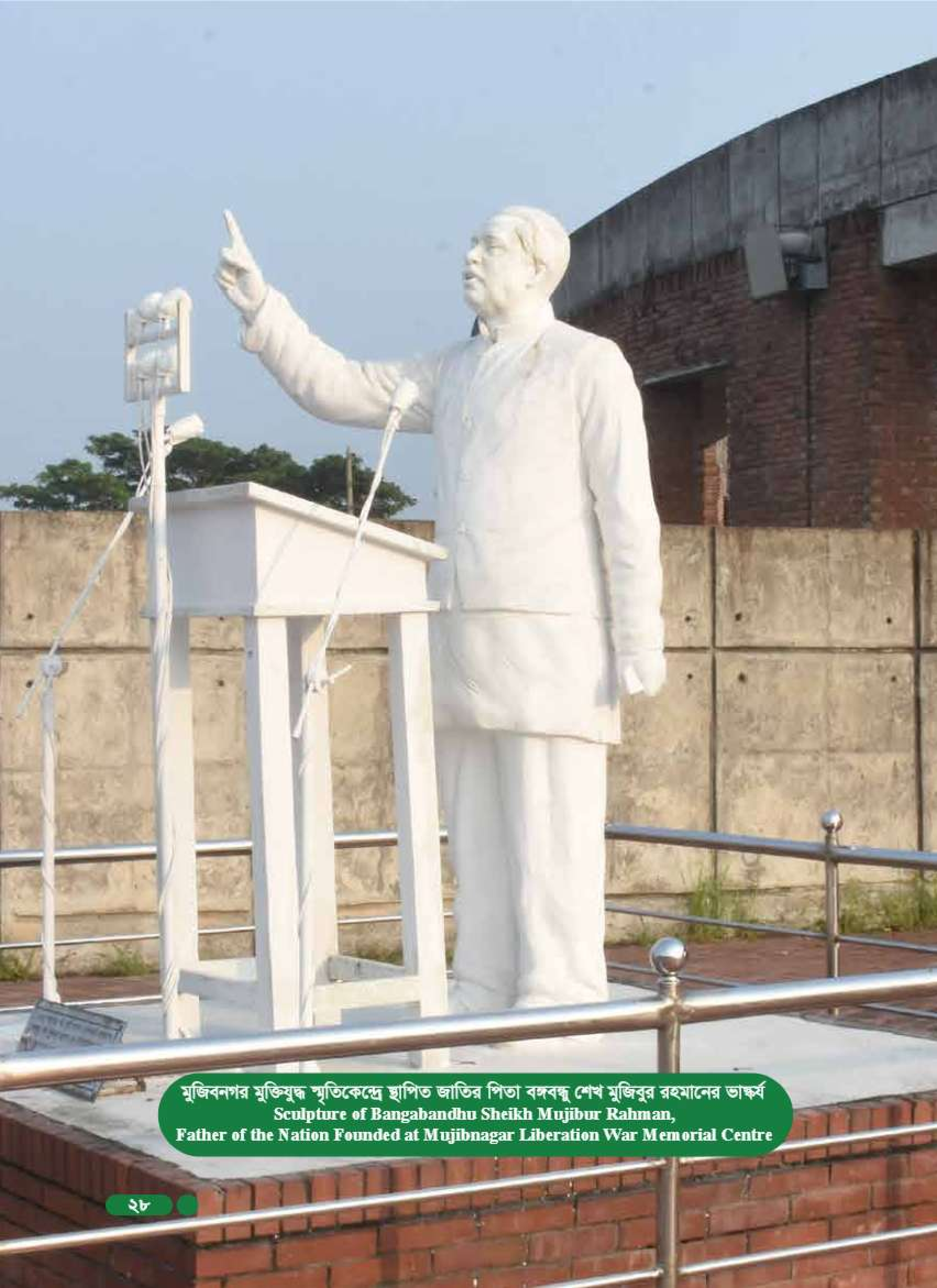

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য
**Sculpture of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman,
Father of the Nation Founded at Mujibnagar Liberation War Memorial Centre**

শেখ হাসিনা মঞ্চ, মুজিবনগর
Sheikh Hasina Stage, Mujibnagar

Sculpture of 7 Bir Sreshtho (Distinguished Heroes) at Mujibnagar Liberation War Memorial Centre Museum

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র জাদুঘরে
৭ বীরশ্রেষ্ঠের ভাস্কর্য

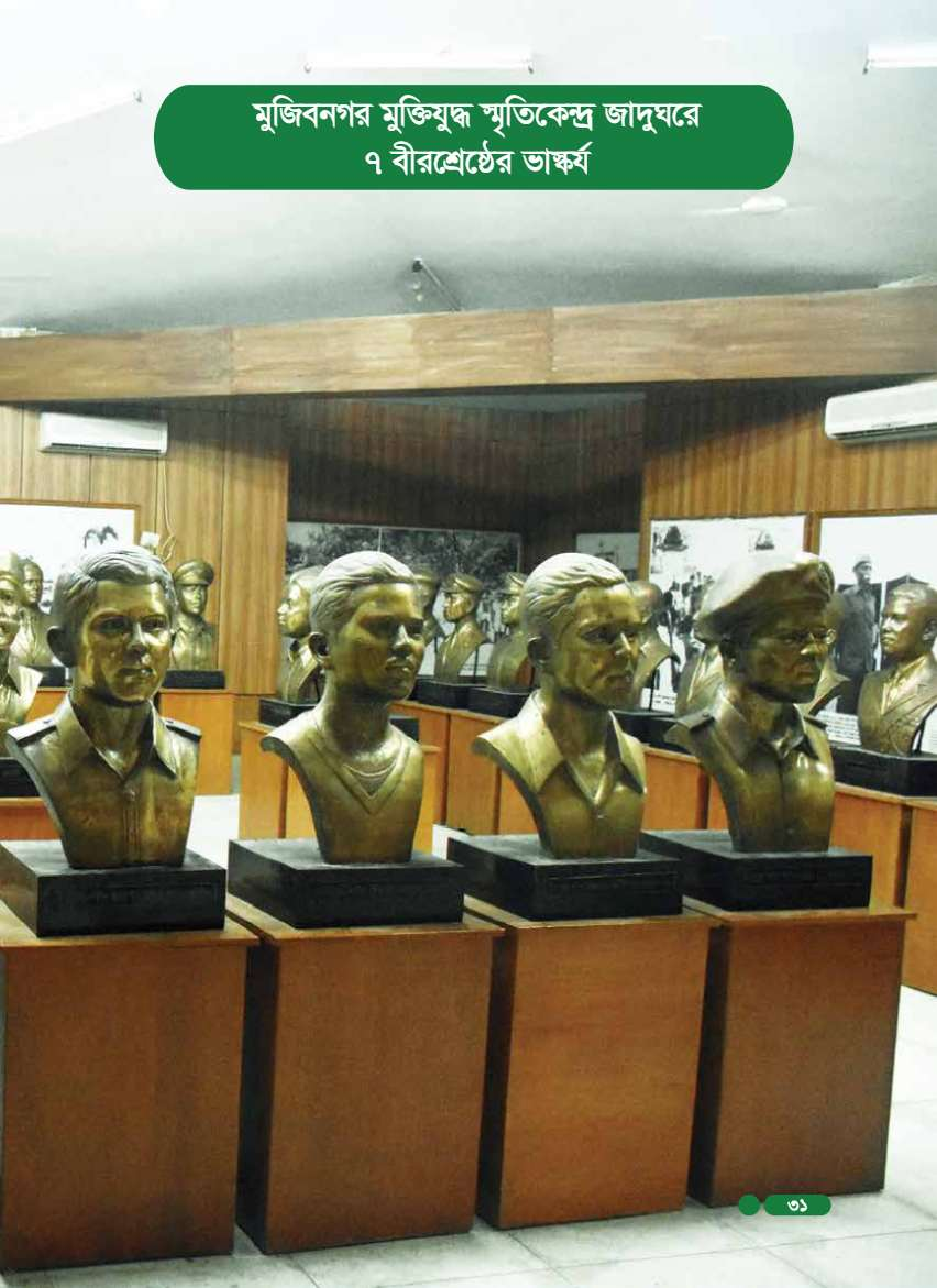

Sculpture of Setara Begum
(Women Freedom Fighter)

Sculpture of Taramon Bibi
(Women Freedom Fighter)

Mural of Mujibnagar Liberation War Memorial Centre

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রের দেয়ালচিত্র

ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকানন

Historic Mujibnagar Amrokanon
(Mango Orchard)

Part of Mujibnagar Liberation War Memorial Complex

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের অংশ

Joy Bangla Monument , Mujibnagar
জয় বাংলা স্মৃতিফলক, মুজিবনগর।

মুজিবনগর কমপেক্সের কিছু ভাস্কর্য
Some Sculptures of Mujibnagar Complex

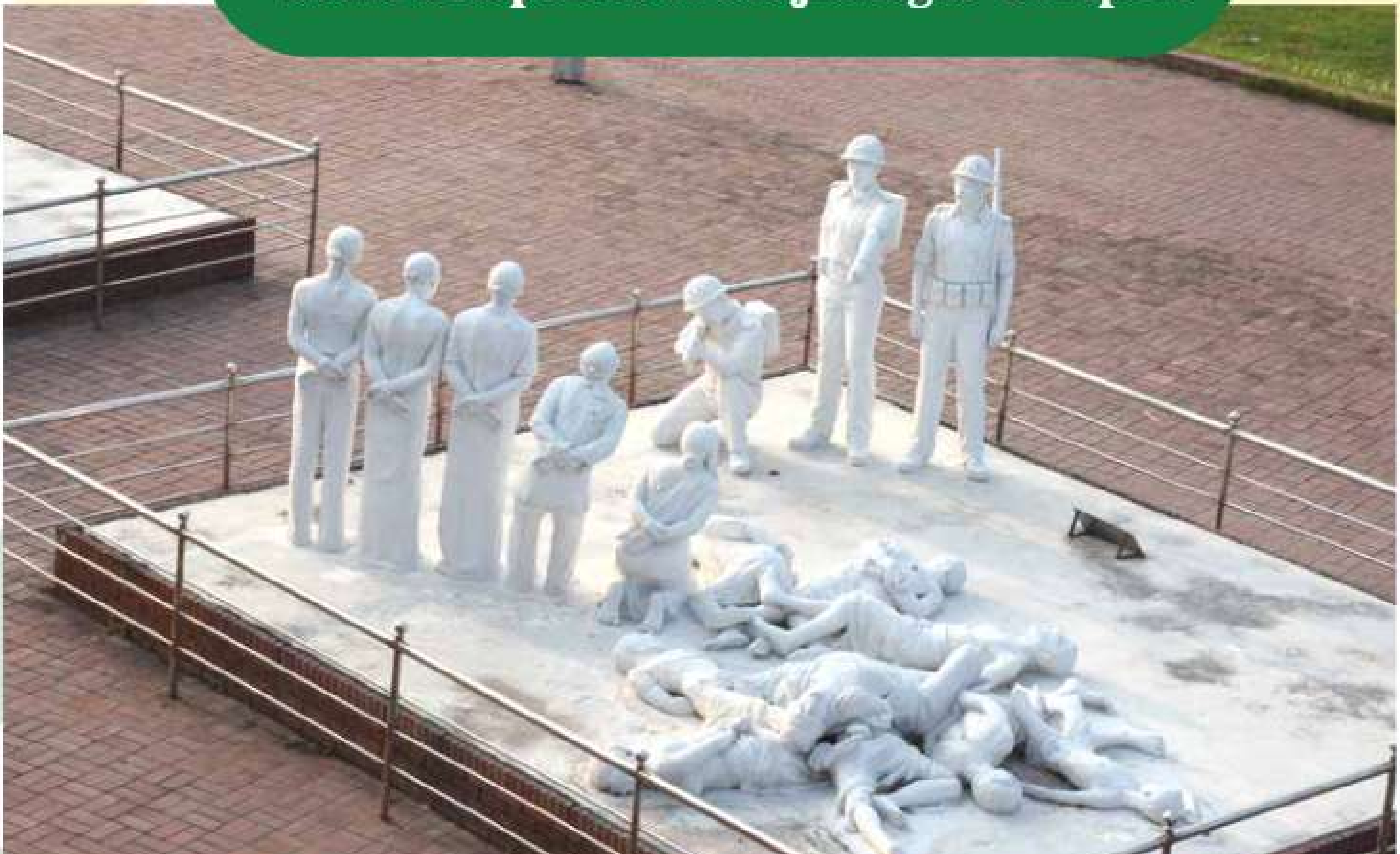

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের দৃশ্যের ভাস্কর্য

Sculpture of torturing woman during Liberation War by Pakistani Army

পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর

Parjatan Motel, Mujibnagar

Entrance of Meherpur District

মেহেরপুর জেলার প্রবেশদ্বার

আমঝুপি নীলকুঠি

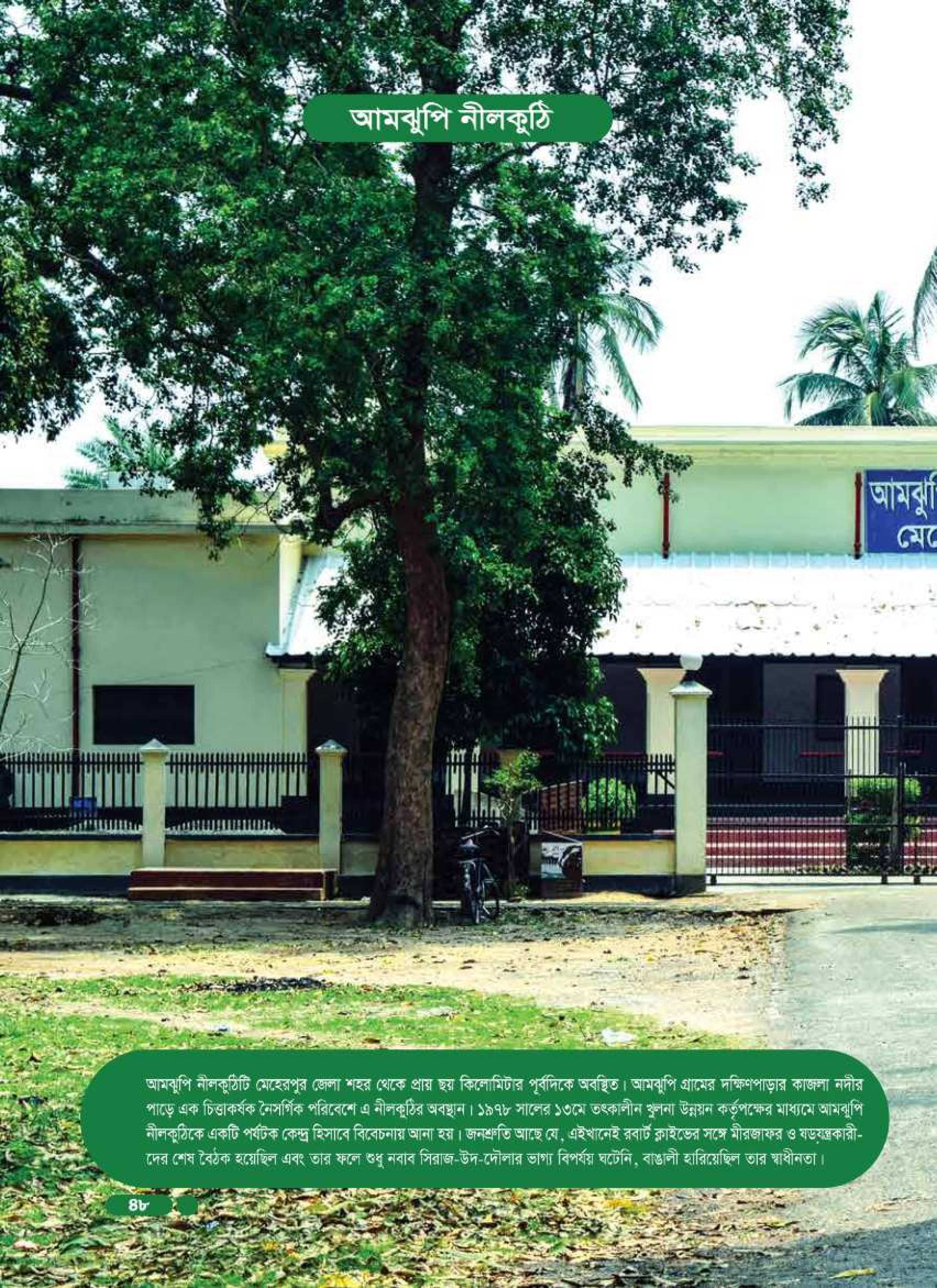

আমঝুপি নীলকুঠিটি মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার পূর্বদিকে অবস্থিত। আমঝুপি গ্রামের দক্ষিণপাড়ার কাজলা নদীর পাড়ে এক চিত্তাকর্ষক নৈসর্গিক পরিবেশে এ নীলকুঠির অবস্থান। ১৯৭৮ সালের ১৩মে তৎকালীন খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমঝুপি নীলকুঠিকে একটি পর্যটক কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনায় আনা হয়। জনশ্রুতি আছে যে, এইখানেই রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে মীরজাফর ও ষড়যন্ত্রকারী-দের শেষ বৈঠক হয়েছিল এবং তার ফলে শুধু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেনি, বাঙালী হারিয়েছিল তার স্বাধীনতা।

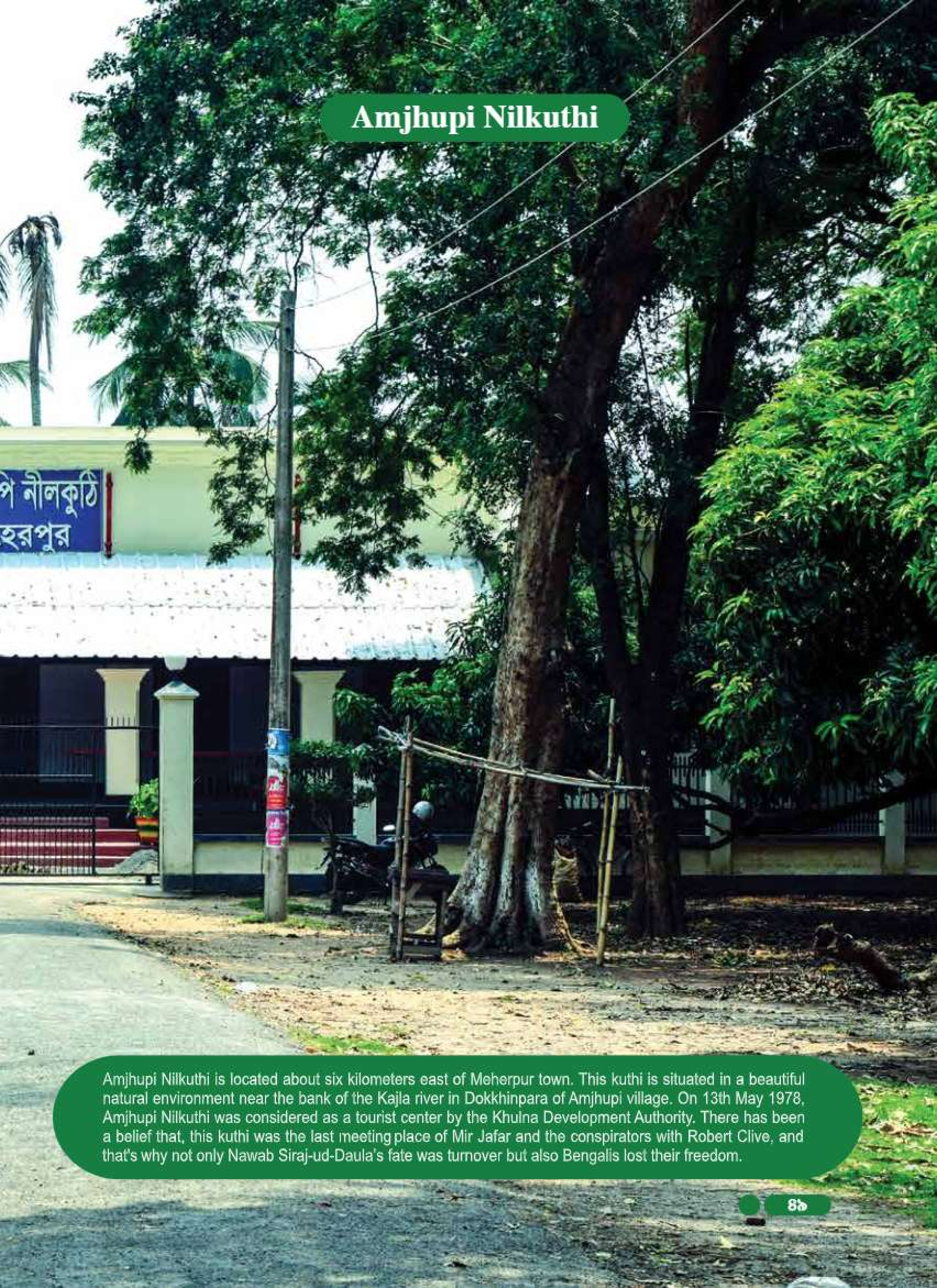

Amjhupi Nilkuthi

Amjhupi Nilkuthi is located about six kilometers east of Meherpur town. This kuthi is situated in a beautiful natural environment near the bank of the Kajla river in Dokkhinpara of Amjhupi village. On 13th May 1978, Amjhupi Nilkuthi was considered as a tourist center by the Khulna Development Authority. There has been a belief that, this kuthi was the last meeting place of Mir Jafar and the conspirators with Robert Clive, and that's why not only Nawab Siraj-ud-Daula's fate was turnover but also Bengalis lost their freedom.

ডিসি ইকো পার্ক, আমঝুপি

DC Eco Park, Amjhupi

ভাটপাড়া নীলকুঠি

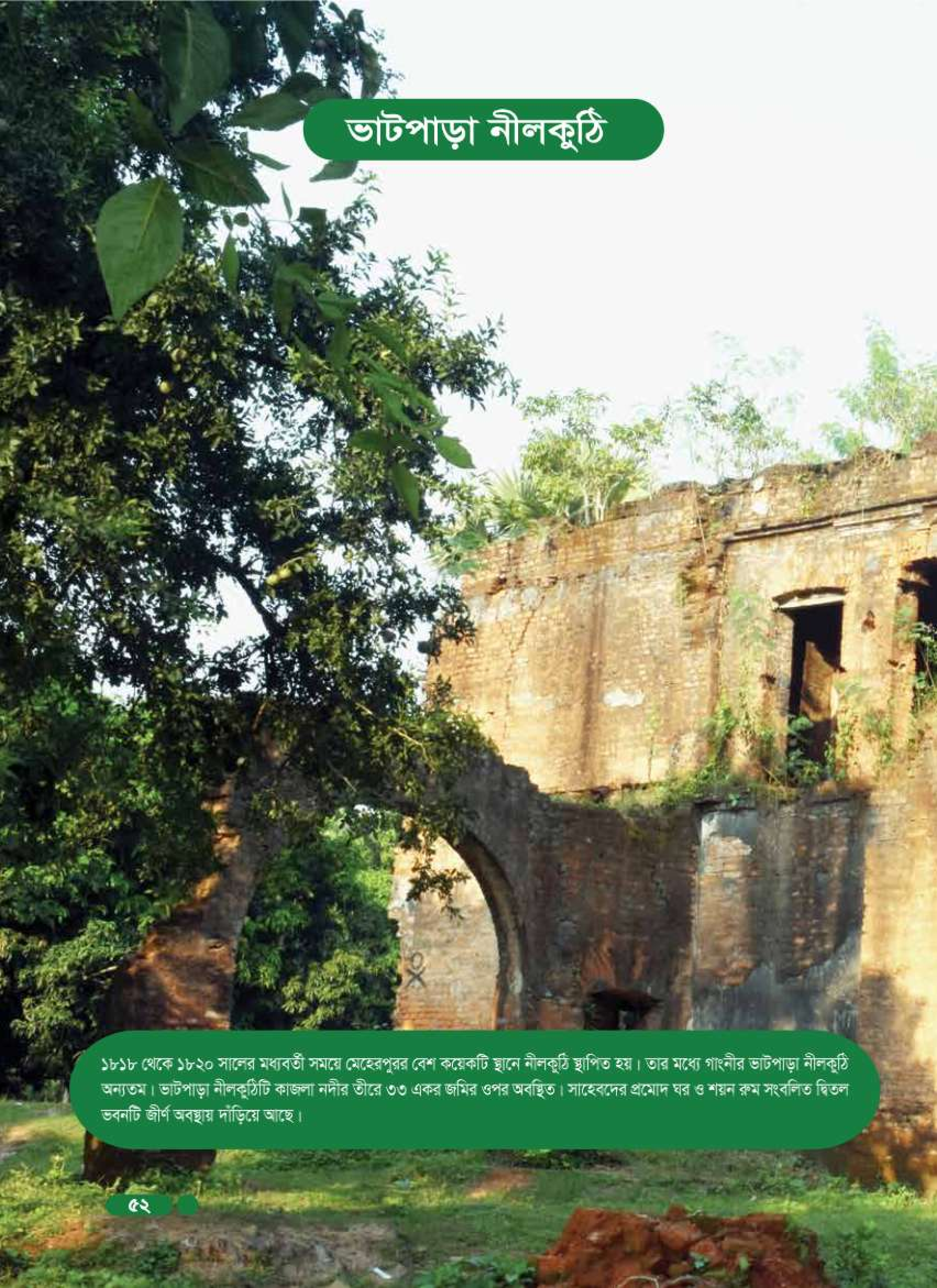

১৮১৮ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মেহেরপুরর বেশ কয়েকটি স্থানে নীলকুঠি স্থাপিত হয়। তার মধ্যে গাংনীর ভাটপাড়া নীলকুঠি অন্যতম। ভাটপাড়া নীলকুঠিটি কাজলা নদীর তীরে ৩৩ একর জমির ওপর অবস্থিত। সাহেবদের প্রমোদ ঘর ও শয়ন রুম সংবলিত দ্বিতল ভবনটি জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

Bhatpara Nilkuthi

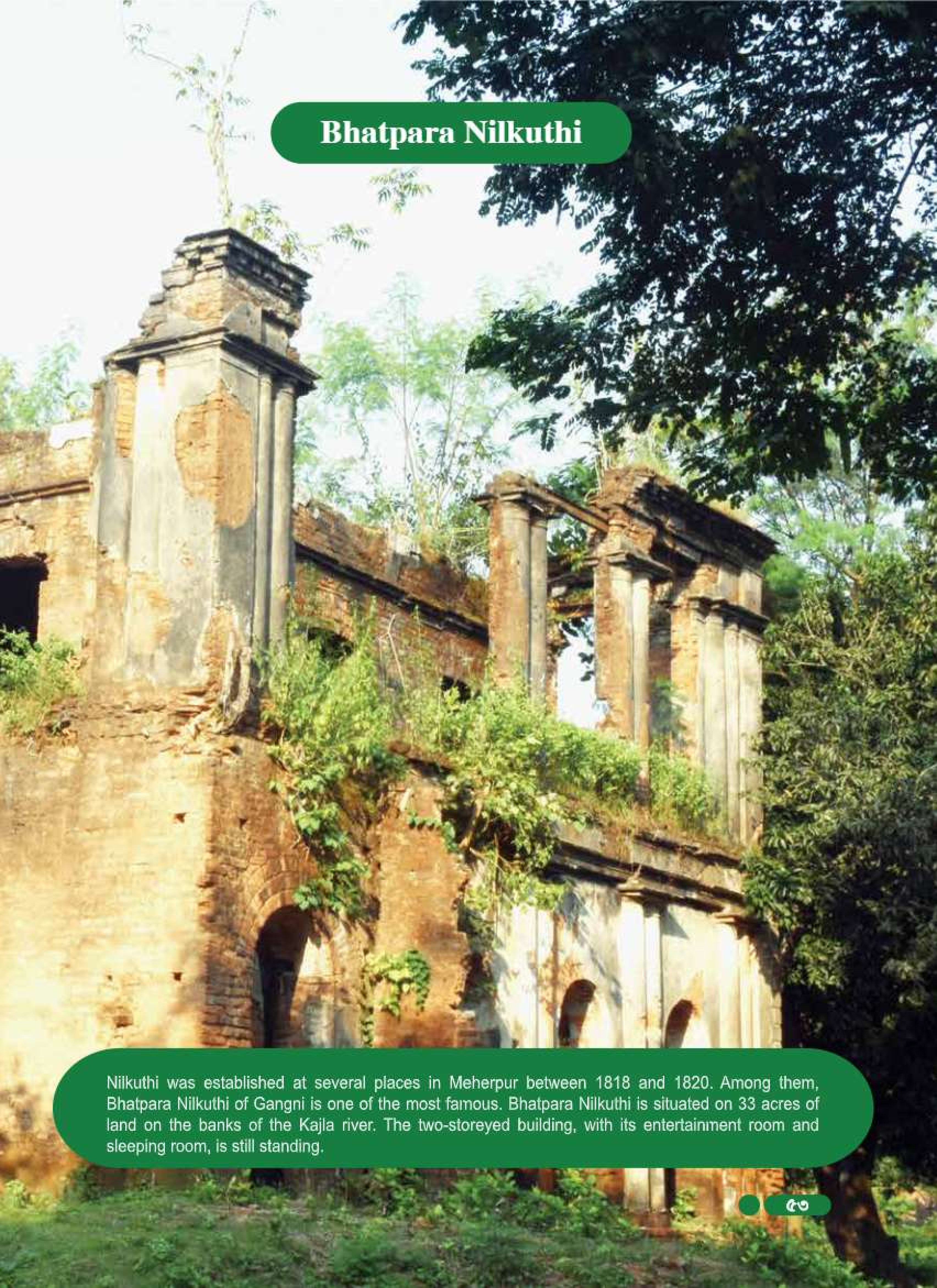

Nilkuthi was established at several places in Meherpur between 1818 and 1820. Among them, Bhatpara Nilkuthi of Gangni is one of the most famous. Bhatpara Nilkuthi is situated on 33 acres of land on the banks of the Kajla river. The two-storeyed building, with its entertainment room and sleeping room, is still standing.

জেলা প্রশাসক ইকো পার্ক, ভাটপাড়া, গাংনী

DC Eco Park, Bhatpara, Gangni

DC Eco Park Lake, Gangni

জেলা প্রশাসক ইকো পার্ক লেক, গাংনী

জেলা প্রশাসক ইকো পার্ক ভাটপাড়া, গাংনী

DC Eco Park, Bhatpara, Gangni

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন মেহেরপুরের সকাল

Foggy Winter Morning of Meherpur

সবুজ ফসলে ঘেরা মেহেরপুর (ফুলকপি ক্ষেত)
Green Crops of Meherpur

মেহেরপুর জেলায় ব্যাগিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত হিমসাগর আম বাগান

Himsagar Mango Garden in Meherpur District Cultivated through Bagging Method

Chand Beel, Amjhupi

চাঁদবিল, আমঝুপি

Bijon Beel, Rudranagar, Meherpur

বিজন বিল, রুদ্রনগর, মেহেরপুর

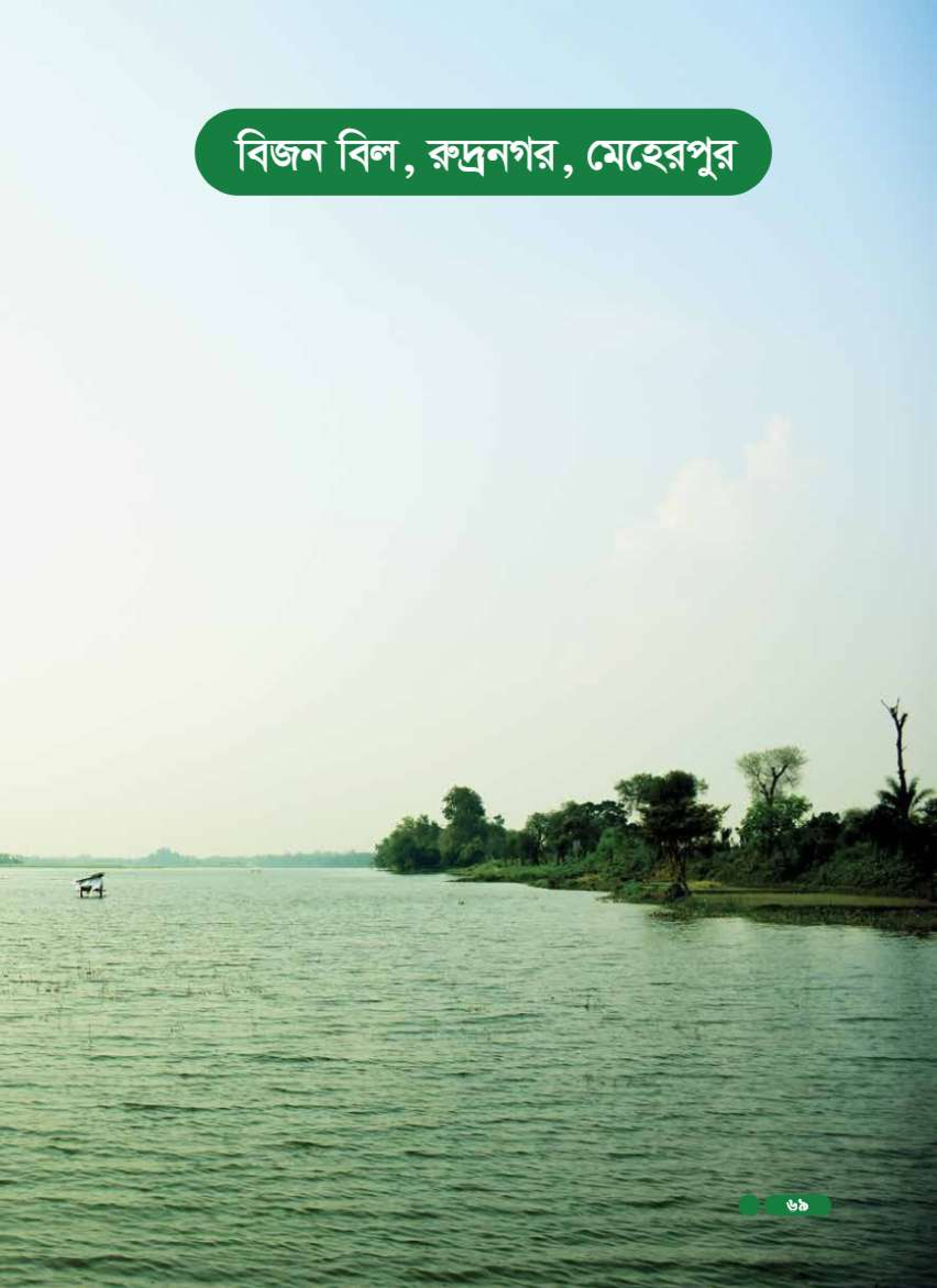

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত খননকৃত জেলার একমাত্র প্রবাহমান ভৈরব নদী

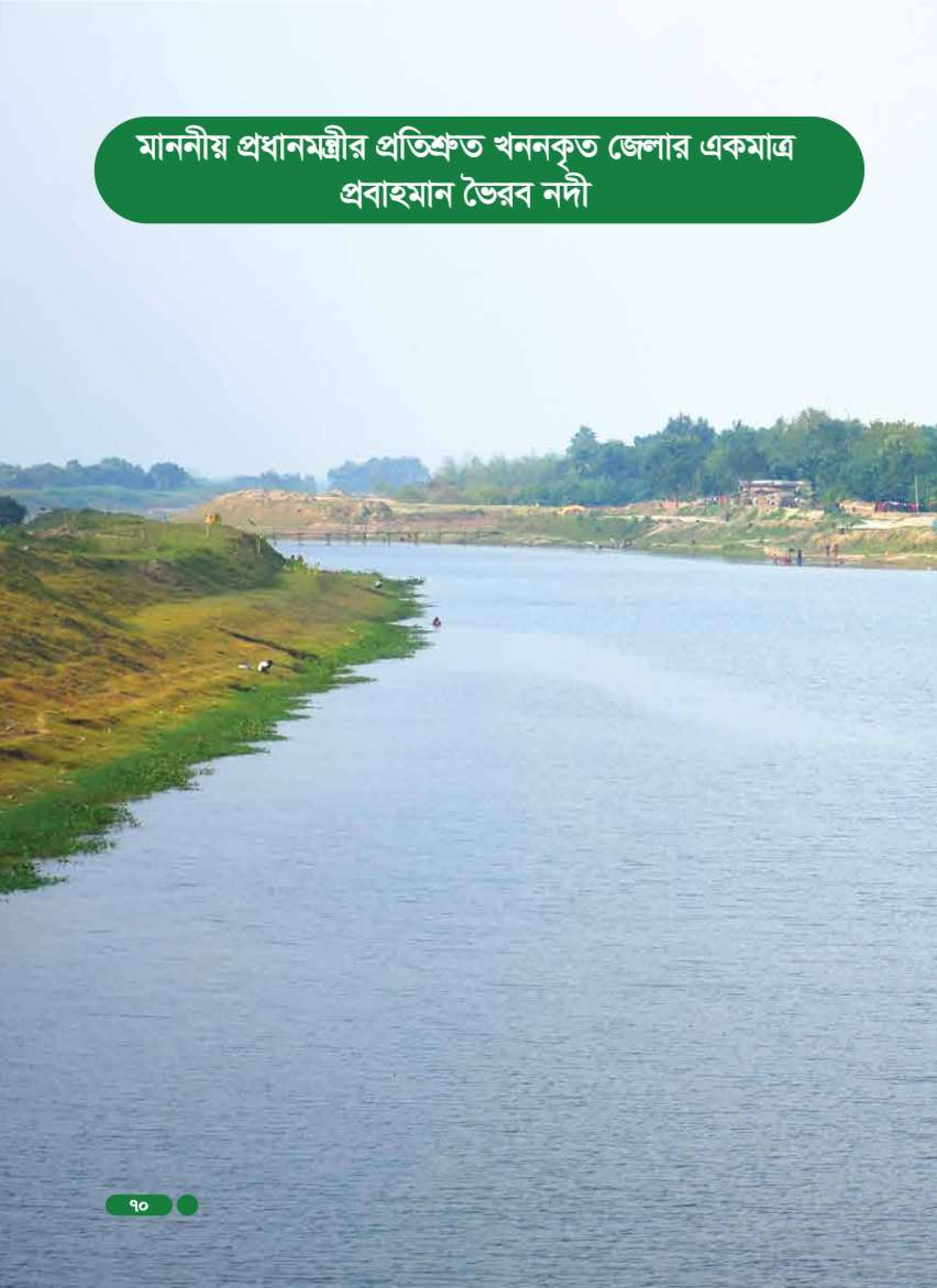

Only Untapped Bhairab River of the District Promised by Honourable Prime Minister for Digging.

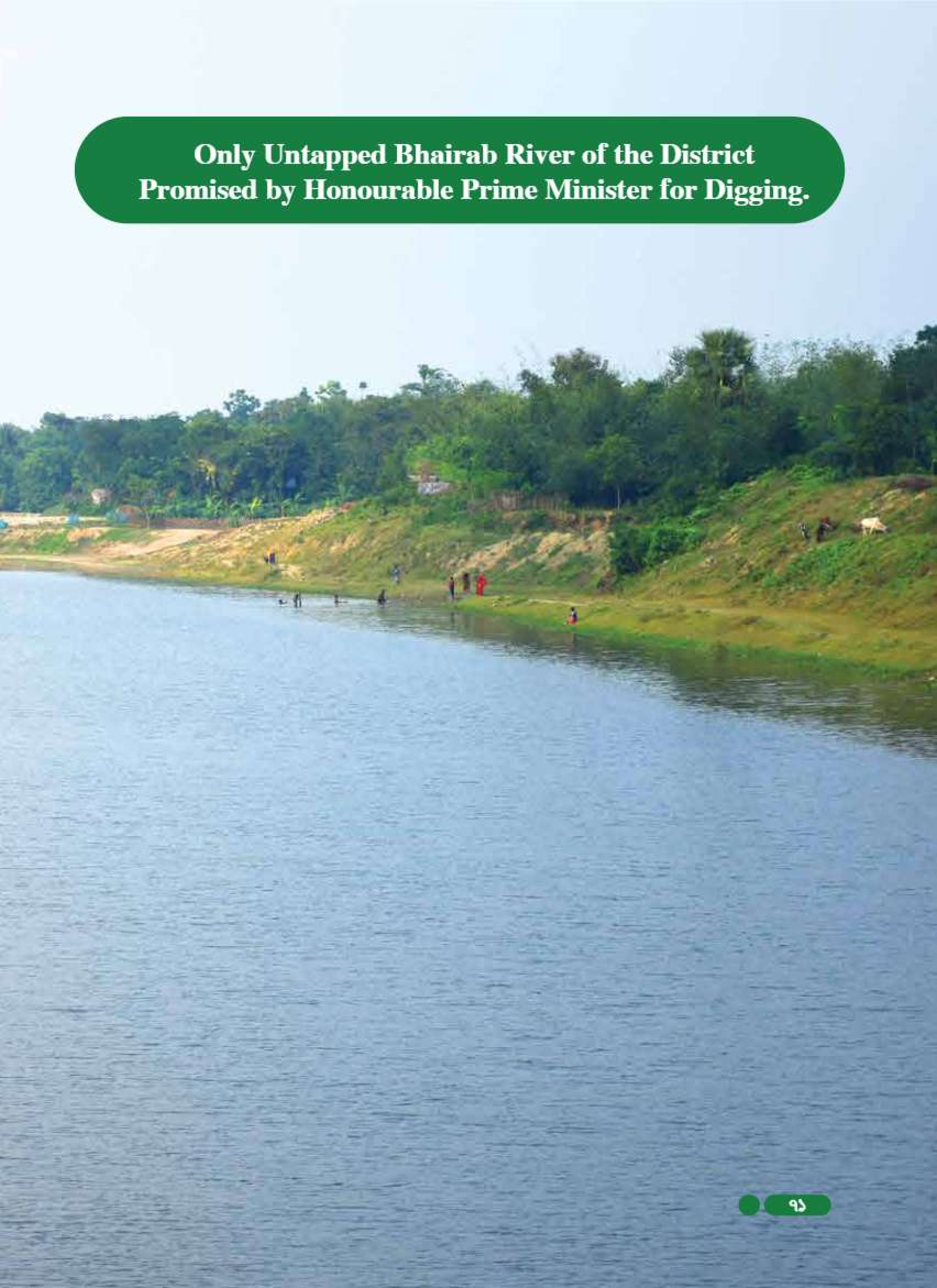

Kajla River

কাজলা নদী

Meherpur Gate

মেহেরপুর গেট

শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক

Shahid Dr. Shamsujjoha Park

মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ
Meherpur Martyr Memorial

পৌর ঈদগাহ গেট, মেহেরপুর
Municipal Eidgah Gate, Meherpur

Municipal Eidgah, Meherpur

পৌর ঈদগাহ, মেহেরপুর

জেলা পরিষদ, মেহেরপুর

District Council, Meherpur

মেহেরপুর পৌরসভা

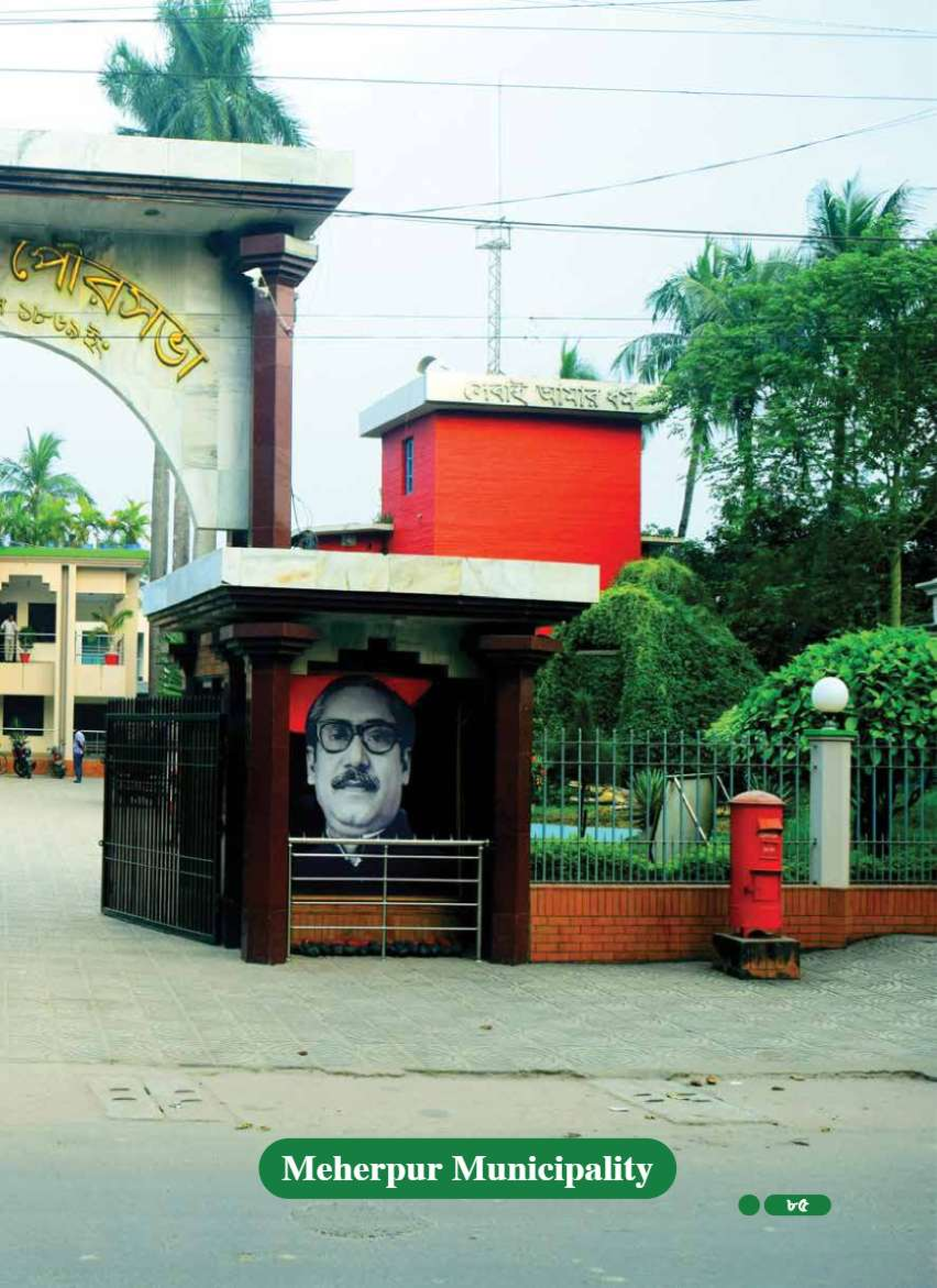

Meherpur Municipality

Meherpur Hall & Guest House

বসু ভিলা, মুজিবনগর, মেহেরপুর
Bosu Villa, Mujibnagar, Meherpur

মেহেরপুর, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

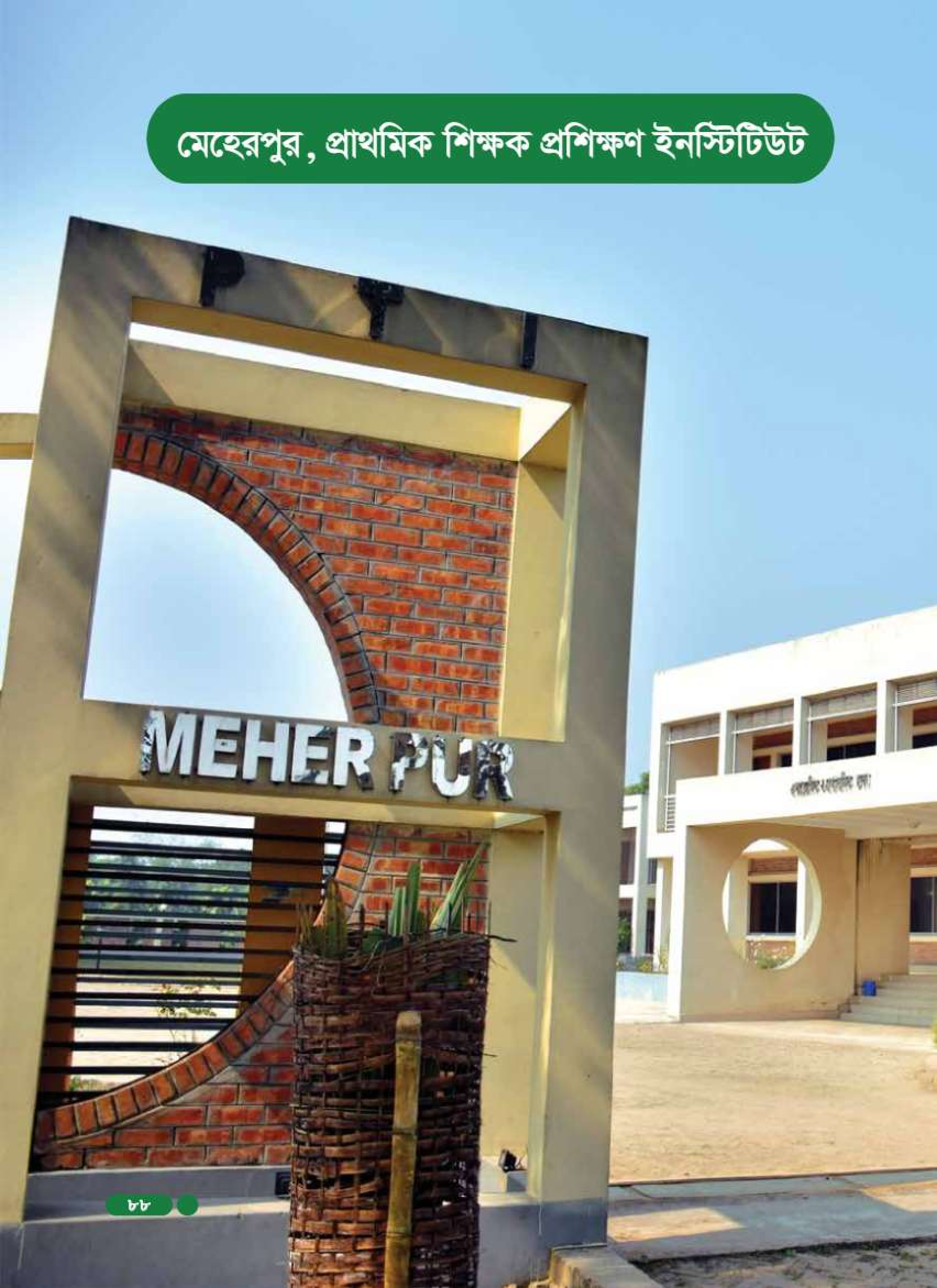

Meherpur, Primary Teacher's Training Institute

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মেহেরপুর
Technical Training Centre, Meherpur

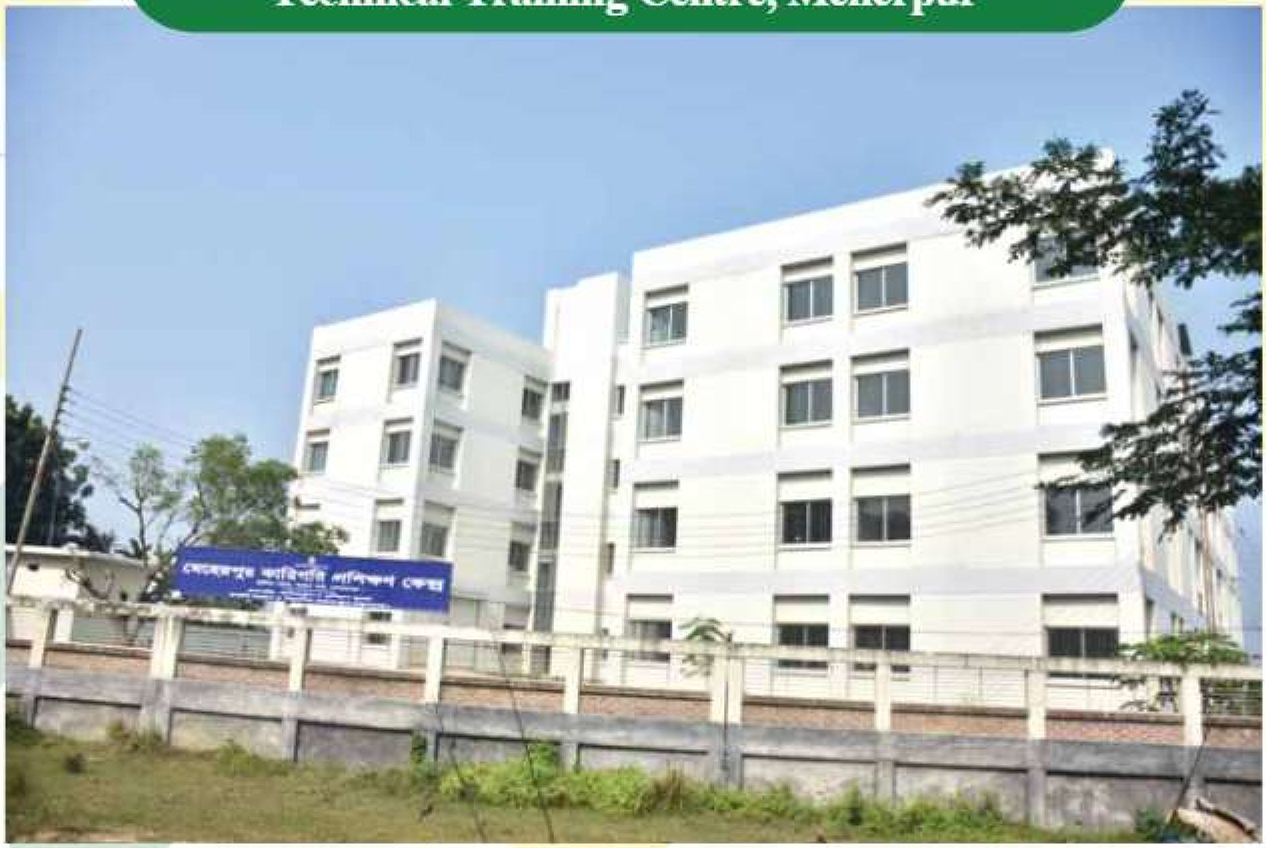

আটকবর, তেবুখালীর মাঠ, সাহারবাটি
Atkabar(Eight Graves), Tebukhali Field, Shaharbarti

এই মসজিদটি মেহেরপুর সবচেয়ে প্রাচীনতম মসজিদ। ১২৯০ বঙ্গাব্দে শেখ আইনুদ্দিন নামে একজন ধার্মিক ব্যক্তি মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। একটি পুকুর সহ মসজিদটির মোট আয়তন ৫৭ শতক।

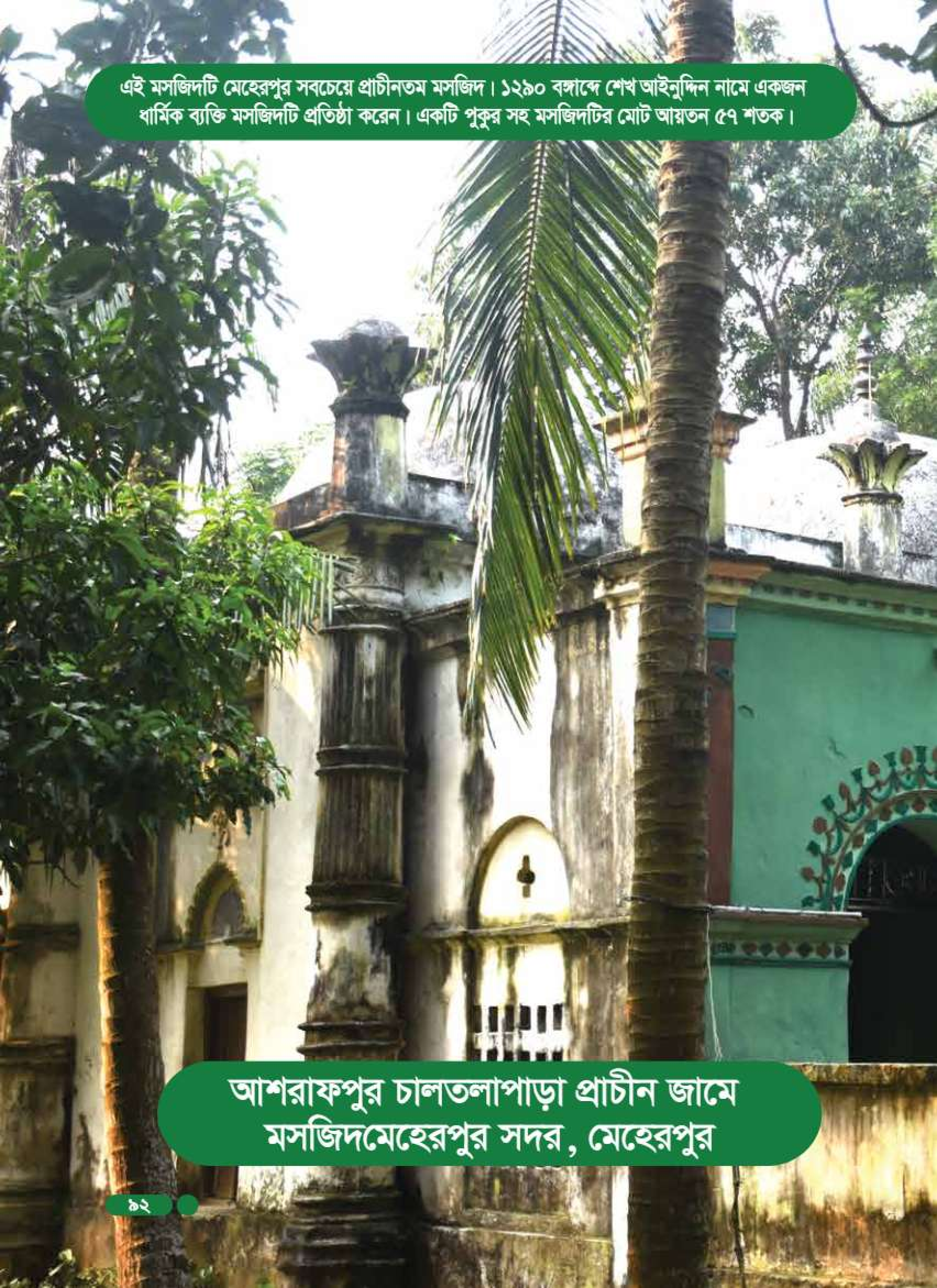

আশরাফপুর চালতলাপাড়া প্রাচীন জামে মসজিদমেহেরপুর সদর, মেহেরপুর

This mosque is the most ancient mosque in Meherpur. It was built by a religiour person named Sheikh Ainuddin in 1290 BS. Total area of this mosque is 57 decimal with a pond.

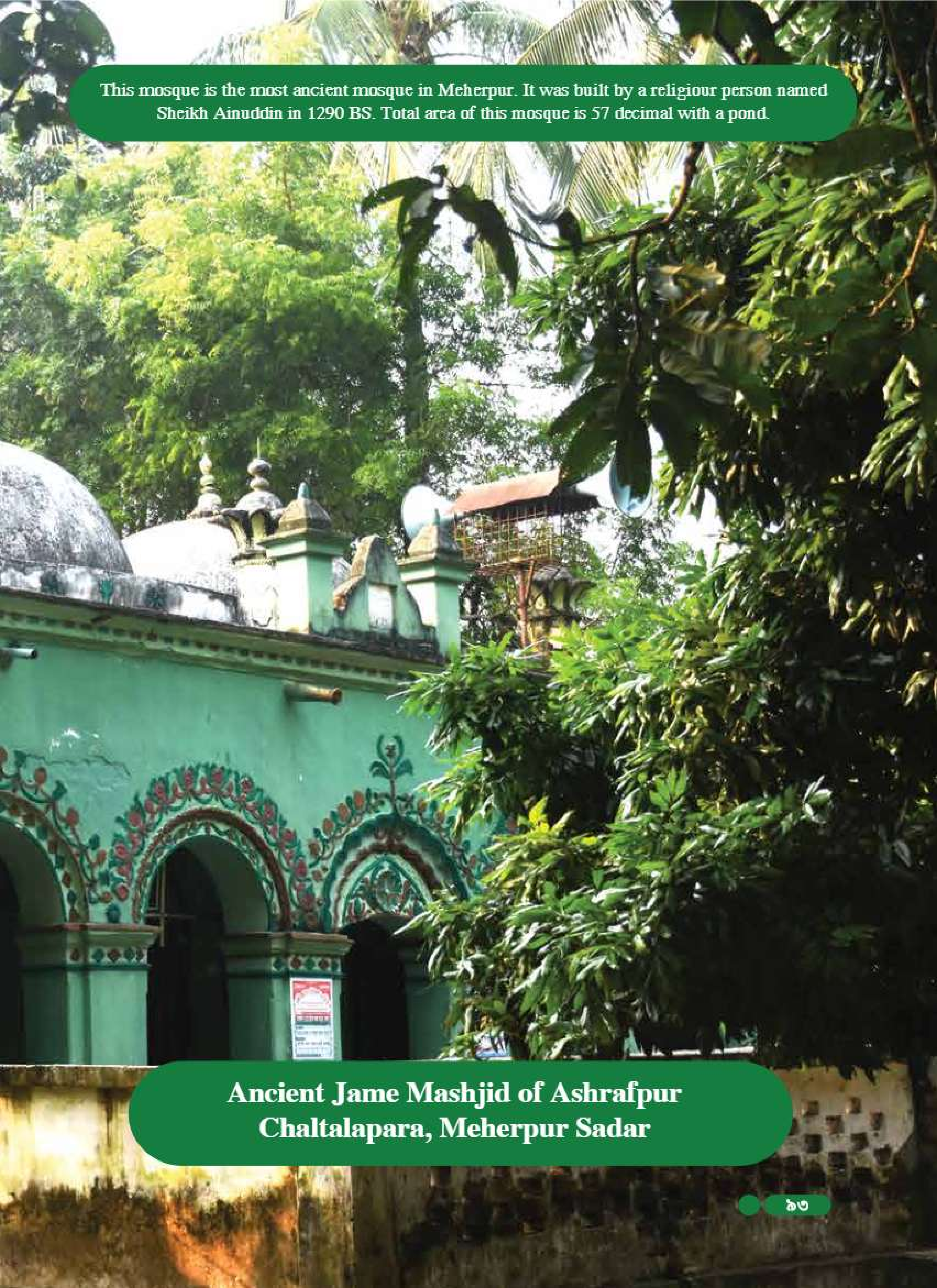

Ancient Jame Mashjid of Ashrafpur Chaltalapara, Meherpur Sadar

স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম

মেহেরপুর জেলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থান হচ্ছে স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম। হিন্দুধর্মের মহান সংস্কারক নিগমানন্দ সরস্বতীর জন্ম ১২৮৭ বঙ্গাব্দে রাধা গোবিন্দপুর গ্রামে। তিনি শ্রীচৈতন্য ও শংকরের দর্শনের সমন্বয়ে এক নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী নিগমানন্দ গৃহী হয়েও ছিলেন সন্ন্যাসী ও মানবের প্রেমে ব্যাকুল এক সাত্ত্বিক পুরুষ। ১৮ শতকের দিকে মেহেরপুর শহরে রাজা গোয়ালা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত করেন আটচালা শিবমন্দির। মন্দিরটি বর্তমানে নিগমানন্দ সরস্বতী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত সরস্বতী আশ্রম হিসেবে কাজ করছে।

Swami Nigamananda Ashram

Another notable tourist spot of Meherpur is Swami Nigamananda Ashram. Nigamananda Saraswati, the great reformer of Hinduism, was born in the village of Radha Gobindapur in 1880. Influenced by the philosophy of Sri Chaitanya and Shankar he established a new creed. Though Swami Nigamananda was a family person, he was a saint and had a great love for mankind. In the 18th century, Raja Gowala Chowdhury established Atchala Shivamandir (Eight sheded temple) in Meherpur town. The temple is currently serving as a Saraswati Ashram inspired by the ideology of Swami Nigamananda.

বলরাম হাড়ীর আখড়া (সমাধি মন্দির) মালোপাড়া, মেহেরপুর।
Balaram Hari Tomb, Malopara, Meherpur

১৮ শতকের শেষের দিকে মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলরাম হাড়ি নামের এক অধ্যাত্মিক সাধক। তিনি 'উপাস' নামে একটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন যার অনুসারীরা বলরামী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ১৮ শতকের শেষের দিকে বা ১৯ শতকের গোড়ার দিকে এ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। ১৮৫০ সালে ৬৫ বছর বয়সে বলরাম হাড়ি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয়। মেহেরপুরের জমিদার জীবন মুখার্জি এ সাধকের স্মৃতি রক্ষার্থে ৩৫ শতাংশ জমি দান করেন। এ জমির ওপর নির্মাণ করা হয় বলরাম হাড়ির সমাধি মন্দির।

Balaram Hari a spiritual saint was born in late 18th century at Malopara area in Meherpur City. He established a creed named 'Upas', whose followers were known as the Balrami community. These religions originated and developed during the late 18th or early 19th century. Balaram Hari died in 1850 at the age of 65. He was buried after his death. Meherpur's zamindar Jivan Mukherjee donated 35 decimal of the land to save the memory of this saint. Balaram Hari’s Tomb was built on this land.

সাধু পিতরের গির্জা, রতনপুর, মুজিবনগর
Saint Peter's Church, Ratanpur, Mujibnagar

মেহেরপুর জেলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীর চেয়ে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশি। উনিশ শতকের তিন দশকের শেষের দিকে মিশনারীরা খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর অঞ্চলে আসেন। এসময় তারা বিভিন্ন এলাকায় চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হলো ভবেরপাড়া, রতনপুর, বল্লভপুর, নিত্যানন্দপুর, জুগিন্দা ও পাকুড়িয়া চার্চ।

In Meherpur district, there are more christians than Hindus. In the late nineteenth century, the missionaries came to the Meherpur region to spread Christianity and spread the religion of Christianity. They established different churches in many areas. Among them Bhabarpara, Ratanpur, Ballavpur, Nithanandapur, Juginda and Pakuria Churches are more popular.

Emmanuel Church, Ballavpur, Mujibnagar

The Ballavpur Church was established in 1847 to convert people of different religions to Christianity

ইম্মানুয়েল চার্চ, বল্লভপুর, মুজিবনগর

বিভিন্ন ধর্মের মানুষজনকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ১৮৪৭ সালে বল্লভপুর চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের বিখ্যাত হিমসাগর আম
Renowned Himsagar Mango of Meherpur

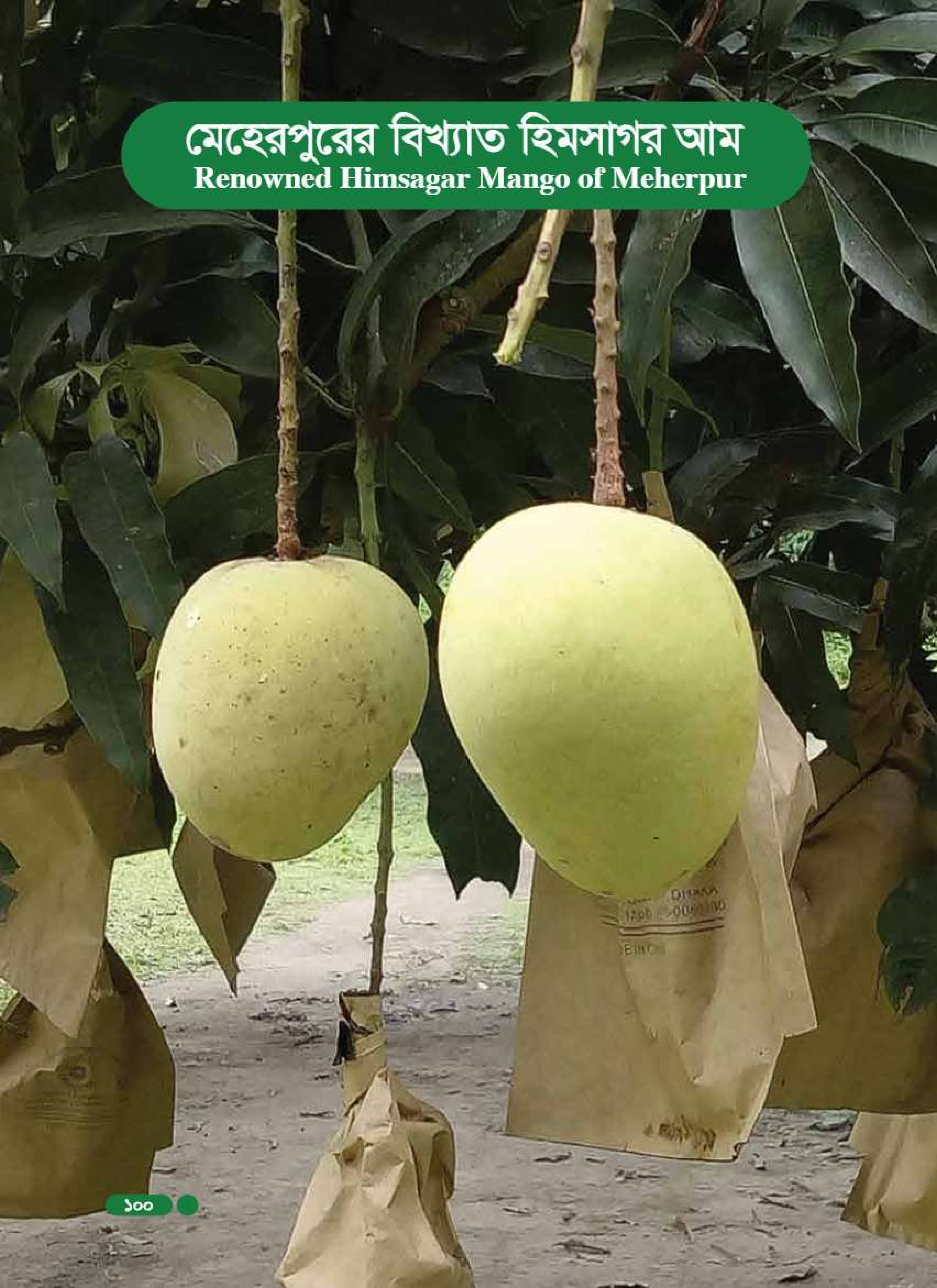

মেহেরপুরের বিখ্যাত মেহেরসাগর কলা
Renowned Mehersagar Banana of Meherpur

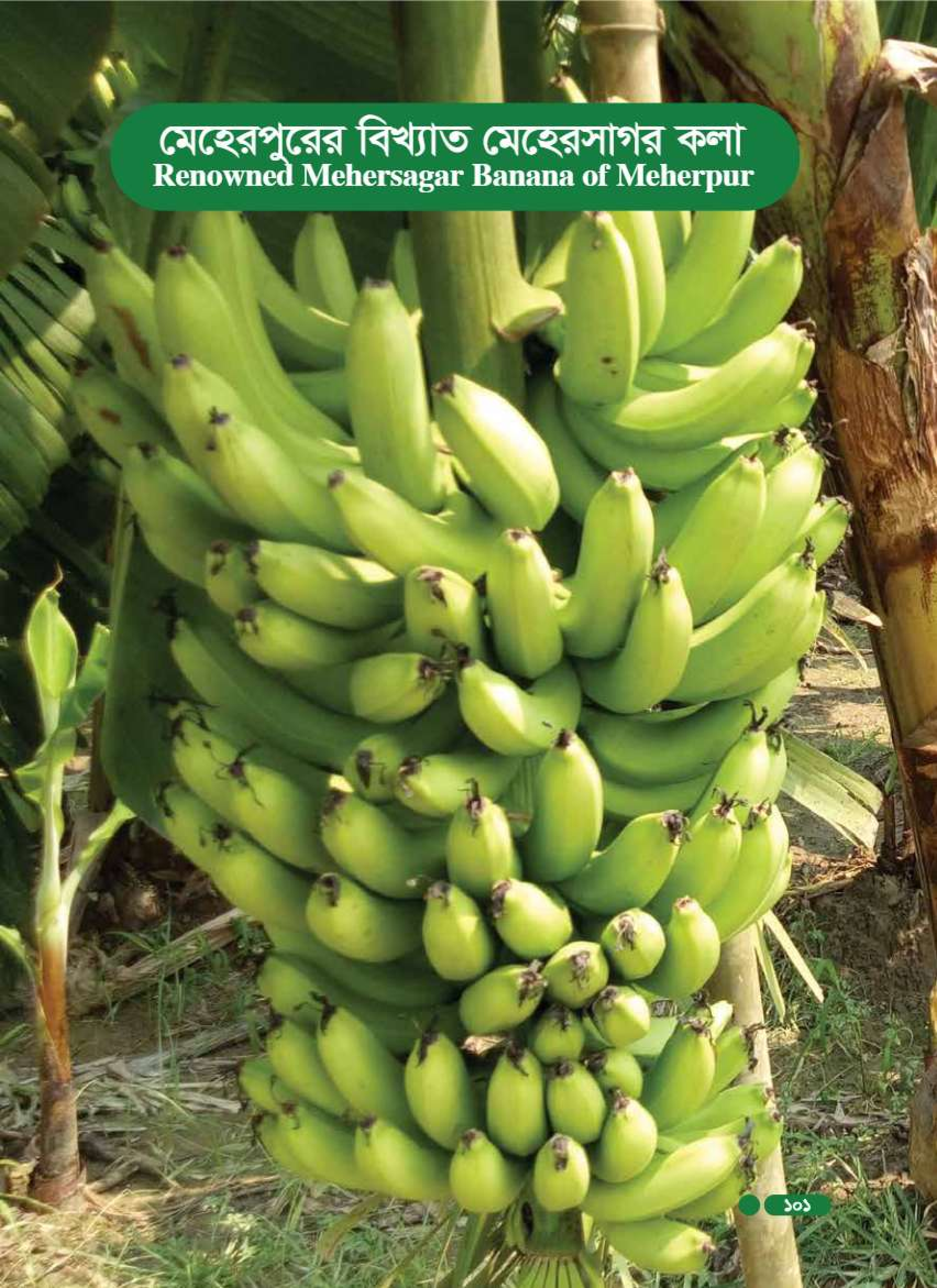

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী সাবিত্রী মিষ্টি
Traditional Sabitri Sweet of Meherpur

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী রসকদম্ব মিষ্টি
Traditional Sabitri Roskodomb of Meherpur

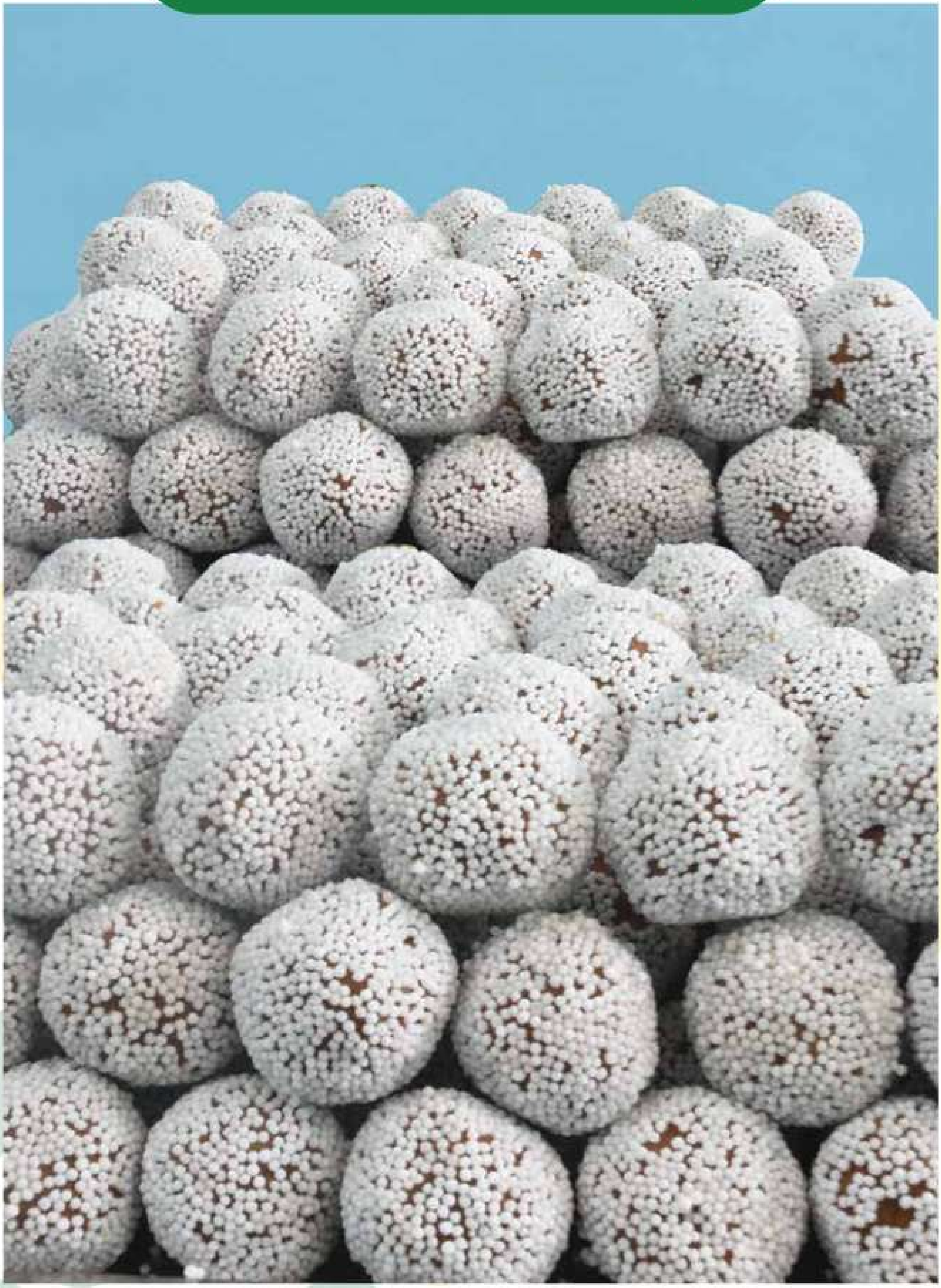

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল
Traditional Black Bengal Goat of Meherpur

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী গাড়ল ভেড়া
Traditional Fleabag Sheep of Meherpur

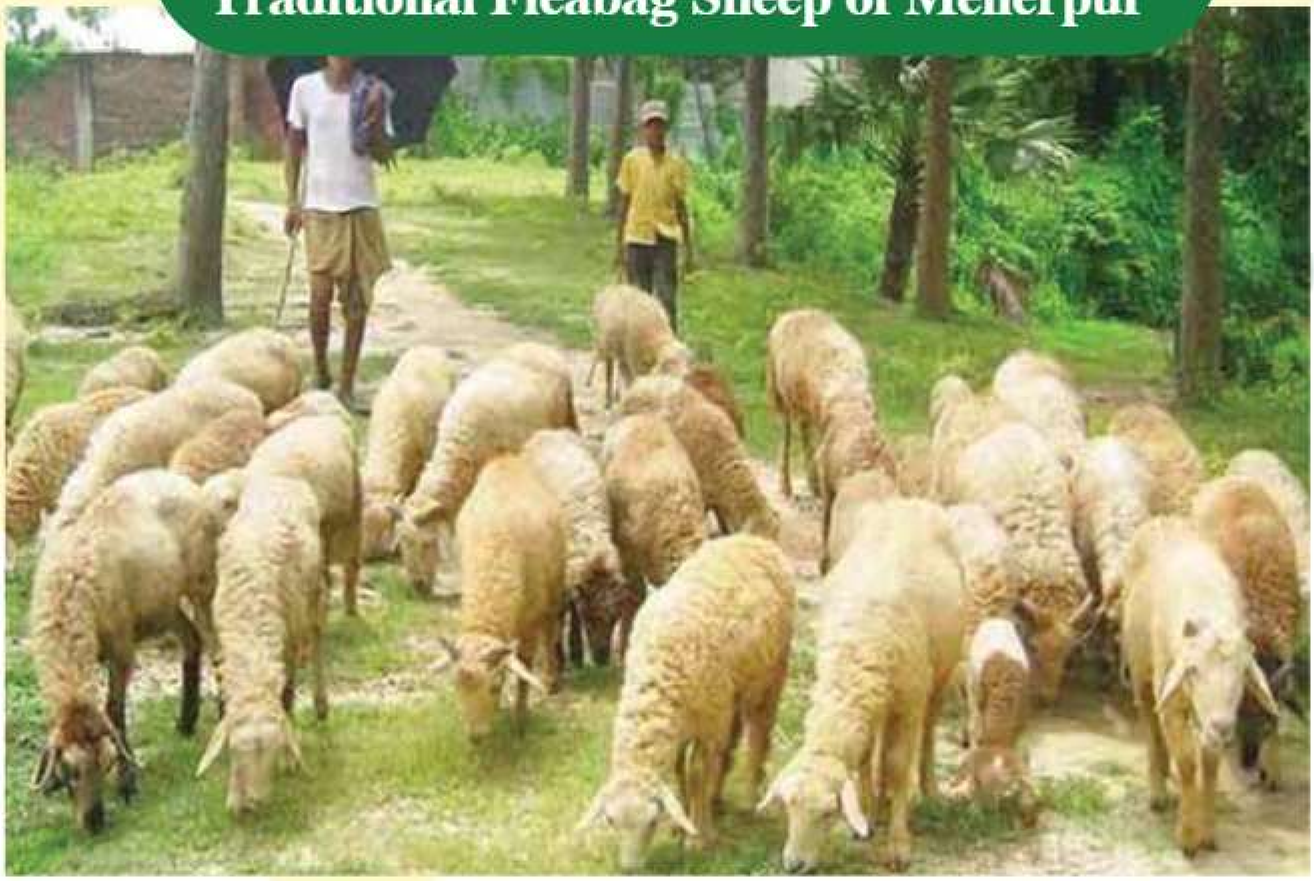

জেলা ব্র্যান্ডিং, মেহেরপুরের তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা
মেহেরপুর জেলার পর্যটন ব্র্যান্ডিংয়ের বর্তমান অবস্থা ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা

বিষয়	বর্তমান অবস্থা	কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা
পর্যটকের সংখ্যা	বছরে আনুমানিক ৭৩,০০০ জন	৫০% বৃদ্ধি
উদ্যোক্তার সংখ্যা	৫০ জন	২০% বৃদ্ধি
কর্মসংস্থান	৫০০ জন	১০০ % বৃদ্ধি
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল	রাস্তা প্রশস্তকরণ
ব্র্যান্ডিং লোগো	ব্র্যান্ডিং লোগো চূড়ান্ত করা হয়েছে	ব্র্যান্ডিং লোগো সম্বলিত স্যুভেনির, ক্রেস্ট, টি-শার্ট তৈরি

কর্মপরিকল্পনা ছক (৩ বছর মেয়াদী)

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময় সীমা
০১	জেলা ব্র্যান্ডিং মেলার আয়োজন	মার্চ ২০১৮
০২	ট্যুরিস্ট ডিরেক্টরি তৈরি	মার্চ ২০১৮
০৩	ট্যুরিস্ট গাইড তৈরি ও প্রশিক্ষণ	ডিসেম্বর ২০১৮
০৪	পর্যটন স্পটে নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্পটের নাম ঃ- ➤ মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র ➤ মুজিবনগর আম্রকানন ➤ আমঝুপি নীলকুঠি ➤ ভাটপাড়া নীলকুঠি ➤ জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক, ভাটপাড়া, গাংনী ➤ ডিসি ইকোপার্ক, আমঝুপি, মেহেরপুর সদর ➤ স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম ➤ বল্লভপুর ইম্মানুয়েল চার্চ, ভবেরপাড়া	এপ্রিল ২০১৮
০৫	আমঝুপি বাজার হতে নীলকুঠি ও ডিসি ইকোপার্ক পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	জুলাই ২০১৮
০৬	বিলবোর্ড স্থাপন	মার্চ ২০১৮
০৭	ব্র্যান্ডিং বিষয়ক মেহেরপুরের ফেসবুক পেইজ	এপ্রিল ২০১৮
০৮	স্থানীয় পত্রিকার ও ক্যাবল TV নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচার	মে ২০১৮
০৯	জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক, গাংনীতে রেস্ট হাউজ নির্মাণ	নভেম্বর ২০১৯
১০	জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক, গাংনী এবং ডিসি ইকোপার্ক, আমঝুপিতে পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন	ডিসেম্বর ২০১৯
১১	জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক, গাংনীতে লেক, আধুনিক শৌচাগার, বাচ্চাদের খেলার রাইডস্ সহ বিবিধ কাজ সম্পাদন	এপ্রিল ২০১৮
১২	জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক, গাংনীতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ	আগস্ট ২০১৮
১৩	ডিসি ইকোপার্ক, আমঝুপির সার্বিক উন্নয়ন	নভেম্বর ২০১৮
১৪	LED লাইটের মাধ্যমে প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে আলোকসজ্জা	জুন ২০১৮
১৫	পর্যটন স্থানগুলোর প্রবেশপথে একটি করে টিকিট কাউন্টার স্থাপন	মে ২০১৮
১৬	জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক, গাংনী এবং ডিসি ইকোপার্ক, আমঝুপি এর নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে ডাস্টবিন স্থাপন	মার্চ ২০১৮
১৭	ওয়েব পোর্টালে ব্র্যান্ডিং বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
১৮	জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
১৯	প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে অন্তত একটি করে ফুড কোর্ট স্থাপন	সেপ্টেম্বর ২০১৮
২০	স্যুভেনির, ক্রেস্ট, টি-শার্ট এ ব্র্যান্ডিং লোগো ব্যবহার	মার্চ ২০১৮

Three years Work Plan of District Branding, Meherpur

Present condition of the Tourism Branding of Meherpur District and Expected target:

Subject	Present condition	Expected target
Number of the tourists	Approximately 73000 tourists per year	50% increase
Number of the entrepreneurs	50 persons	20% increase
Employment opportunity	500 persons	100% increase
Infrastructural development	Communication system is up to the mark	Widening of the roads
Branding logo	It is finalized and fixed	Making souvenirs, crests and T-shirts with the logo inscribed and printed on it.

Three years' Planning Chart

SL. No.	Activities	Time limit
01	Arrangement of district branding fair	March 2018
02	Preparation of tourist directory	March 2018
03	Making tourist guide and arrangement of training	December 2018
04	Safety measures at tourist spots. Name of favourite spots: ➤ Mujibnagar Liberation war Memorial Centre ➤ Mujibnagar Amrakanon (Mango Garden) ➤ Amjhupi Nilkuthi (House for East India Indigo Traders) ➤ Bhatpara Nilkuthi (House for East India Indigo Traders) ➤ DC Eco-park Vatparha, Gangni ➤ DC Eco-park, Amjhupi, Meherpur Sadar ➤ Swami Nigamananda Ashram (Asylum) ➤ Ballavpur Emmanuel Church, Bhoberpara	April 2018
05	Repair and renovation of road from Amjhupi Bazar to DC Eco-park, Nilkuthi	July 2018
06	Hanging up Billboards	March 2018
07	Creation of Facebook page about District Branding.	April 2018
08	Publicity or propagation through local newspapers and cable TV Network	May 2018
09	Construction of rest house in DC Eco-park, Gangni	November 2019
10	Setting up water purifying plant at Bhatpara DC Eco-park and at Amjhupi DC Eco-park	December 2019
11	Accomplishment of various amenities/easements like lake, modern washrooms, rides for children at Bhatpara DC Eco-park	April 2018
12	Construction of Monument at Bhatpara DC Eco-park	August 2018
13	Entire development works for Amjhupi DC Eco-park	November 2018
14	Arrangement of light for all tourist spots by setting up LED light	June 2018
15	Setting up a ticket counter at the entrance of all tourist spots	May 2018
16	Putting dustbins at different places in both DC Eco-parks	March 2018
17	Introduction and addition of necessary information about District Branding in National Webportal	February 2018
18	Publishing a brandbook on District Branding	February 2018
19	Arrangement of at least one food court in every tourist spot	September 2018
20	Using of branding logo on souvenirs, crests, and T- shirts.	March 2018

District Branding Workshop

জেলা ব্র্যান্ডিং কর্মশালা

ব্র্যান্ডিং লোগো সংযুক্ত ক্রেস্ট

জেলা ব্র্যান্ডিং প্রচার কার্যক্রমের উদ্যোগসমূহ

ব্র্যান্ডিং লোগো সংযুক্ত মগ

ব্র্যান্ডিং লোগো সংযুক্ত টি- শার্ট

District Branding Promotional Initiatives

ব্র্যান্ডিং লোগো সংযুক্ত সার্কিট হাউসের দেয়াল

পরিবহন/Transport

ঢাকা- মেহেরপুর

পরিবহন মাধ্যম	হইতে	গন্তব্যস্থান	বাসের নাম	ফোন ও মোবাইল নং (ঢাকা কাউন্টার)	সম্ভাব্য সময়সূচি	ভাড়া
সড়ক পথ	ঢাকা, গাবতলী ঢাকা, কল্যাণপুর	মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ড	শ্যামলী	০২-৯০০৩৩৩১/০১৯১৭-৭৩১৬৭৫	সকাল ৭.৩০ হইতে রাত ১১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতি ১ ঘন্টা পর পর)	নন এসি ৪৫০/= এসি ১০০০/=
			জেআর	০২-৮০১৭১৯৯/০১৭১৭-৬৫৭৭৯৯		
			মেহেরপুর ডিলাক্স	০২-৮০২০১১৮/০১৭১১-৩১৭৪৭৭		
			চুয়াডাঙ্গা ডিলাক্স	০২-৮০১৭৪৯৭/০১৭১১-১৩৬৯৬৩		
			রয়েল এক্সপ্রেস	০১৭৭৫-১১৩৩২০		
			এস.বি সুপার ডিলাক্স	০১৭৫৯-৮৬০৮৬০		

Dhaka- Meherpur

Transport Means	From	Destination	Name of Bus	Phone & Mobile (Dhaka Counter)	Probable Schedule	Fare
Road	Dhaka, Gabtoli Dhaka, Kallyanpur	Meherpur Bus Stand	Shyamoli	02-9003331/01917-731675	From 7.30 am to 11.30 pm (Sequent 1 hour)	Non AC 450/= AC 1000/=
			JR	02-8017199/01717-657799		
			Meherpur Deluxe	02-8020118/01711-317477		
			Chuadanga Deluxe	02-8017497/01711-136963		
			Royal Express	01775-113320		
			SB Super Deluxe	01759-860860		

মেহেরপুর- ঢাকা

পরিবহন মাধ্যম	হইতে	গন্তব্যস্থান	বাসের নাম	ফোন ও মোবাইল নং (মেহেরপুর কাউন্টার)	সম্ভাব্য সময়সূচি	ভাড়া
সড়ক পথ	মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ড	ঢাকা, গাবতলী ঢাকা, কল্যাণপুর	শ্যামলী	০৭৯১-৬২৪৫৯	ভোর ৪.০০ টা হইতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত (প্রতি ১ ঘন্টা পর পর)	নন এসি ৪৫০/= এসি ১০০০/=
			জেআর	০৭৯১-৬২২৫৫/০১৭১১-২৩২৭৮৮		
			মেহেরপুর ডিলাক্স	০৭৯১-৬২৯৭৬		
			চুয়াডাঙ্গা ডিলাক্স	০৭৯১-৬২৪৫৯		
			রয়েল এক্সপ্রেস	০১৭৭৫-১১৩৩২৩		
			এস.বি সুপার ডিলাক্স	০১৭৭৯-০১৫৭৩৮		

Meherpur- Dhaka

Transport Means	From	Destination	Name of Bus	Phone & Mobile (Meherpur Counter)	Probable Schedule	Fare
Road	Meherpur Bus Stand	Dhaka, Gabtoli Dhaka, Kallyanpur	Shyamoli	0791-62459	From 4.00 am to 11.30 pm (Sequent 1 hour)	Non AC 450/= AC 1000/=
			JR	0791-62255/01711-232788		
			Meherpur Deluxe	0791-62976		
			Chuadanga Deluxe	0791-62459		
			Royal Express	01775-113323		
			SB Super Deluxe	01779-015738		

সরকারি আবাসন/ Government Accommodation

সার্কিট হাউস,মেহেরপুর/ Circuit House, Meherpur

যোগাযোগ ঃ ০১৭০৮-৪১০০০৫

Contact: 01708-410005

সরকারি আবাসন/ Government Accommodation

পর্যটন মোটেল, মুজিবনগর
Parjatan Motel, Mujibnagar

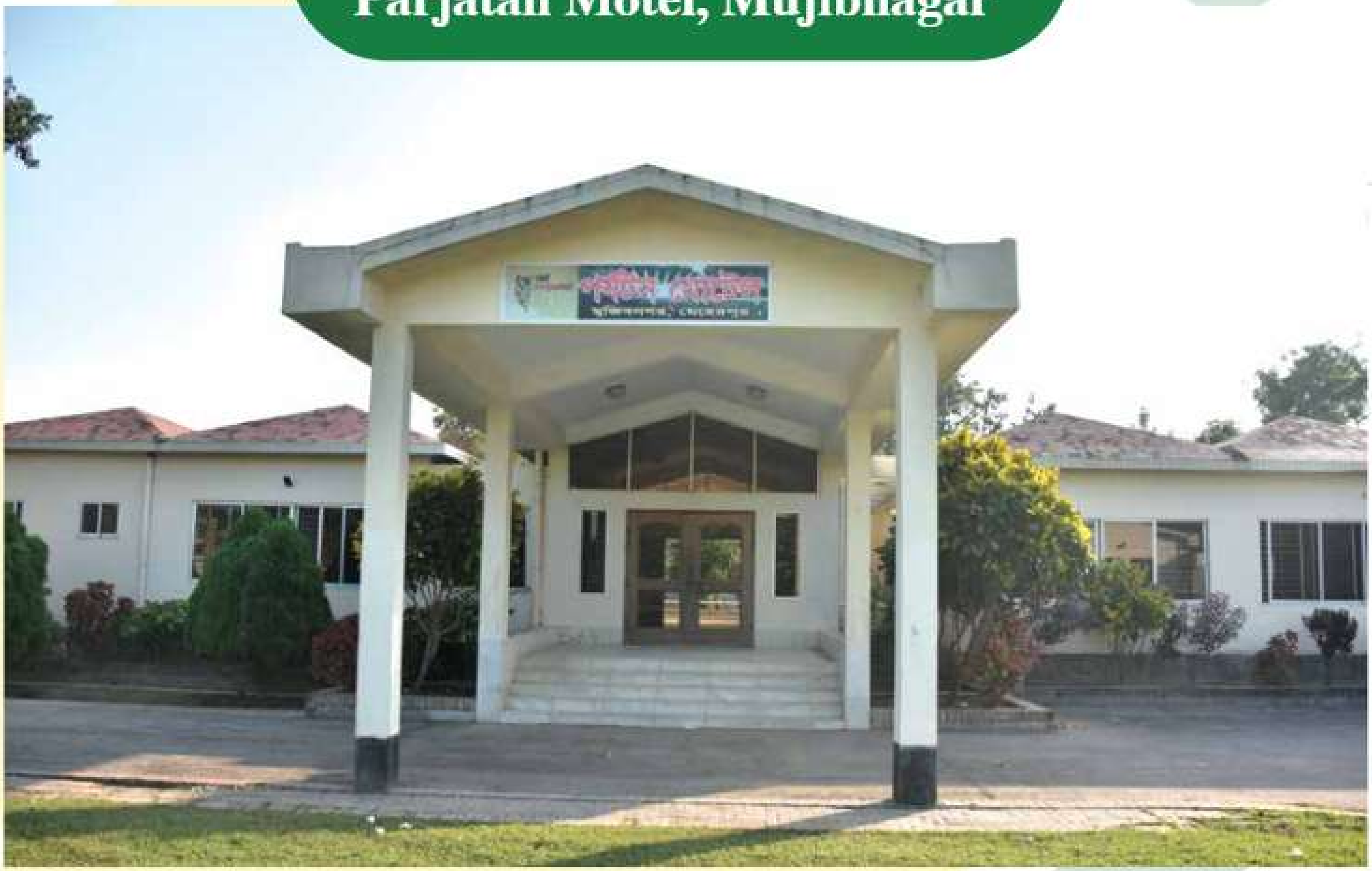

যোগাযোগ ঃ ০৭৯১-৭৪০০০
Contact: 0791-74000

সরকারি আবাসন/ Government Accommodation

জেলা পরিষদ ডাক বাংলো, মুজিবনগর
Zila Parishad Dak Bungalow, Mujibnagar

যোগাযোগ ঃ ০১৫৫৩-৫৩৯১৮৫

Contact: 01553-539185

সরকারি আবাসন/ Government Accommodation

রেস্ট হাউস, সড়ক ও জনপথ বিভাগ
Rest House, Roads & Highways Department

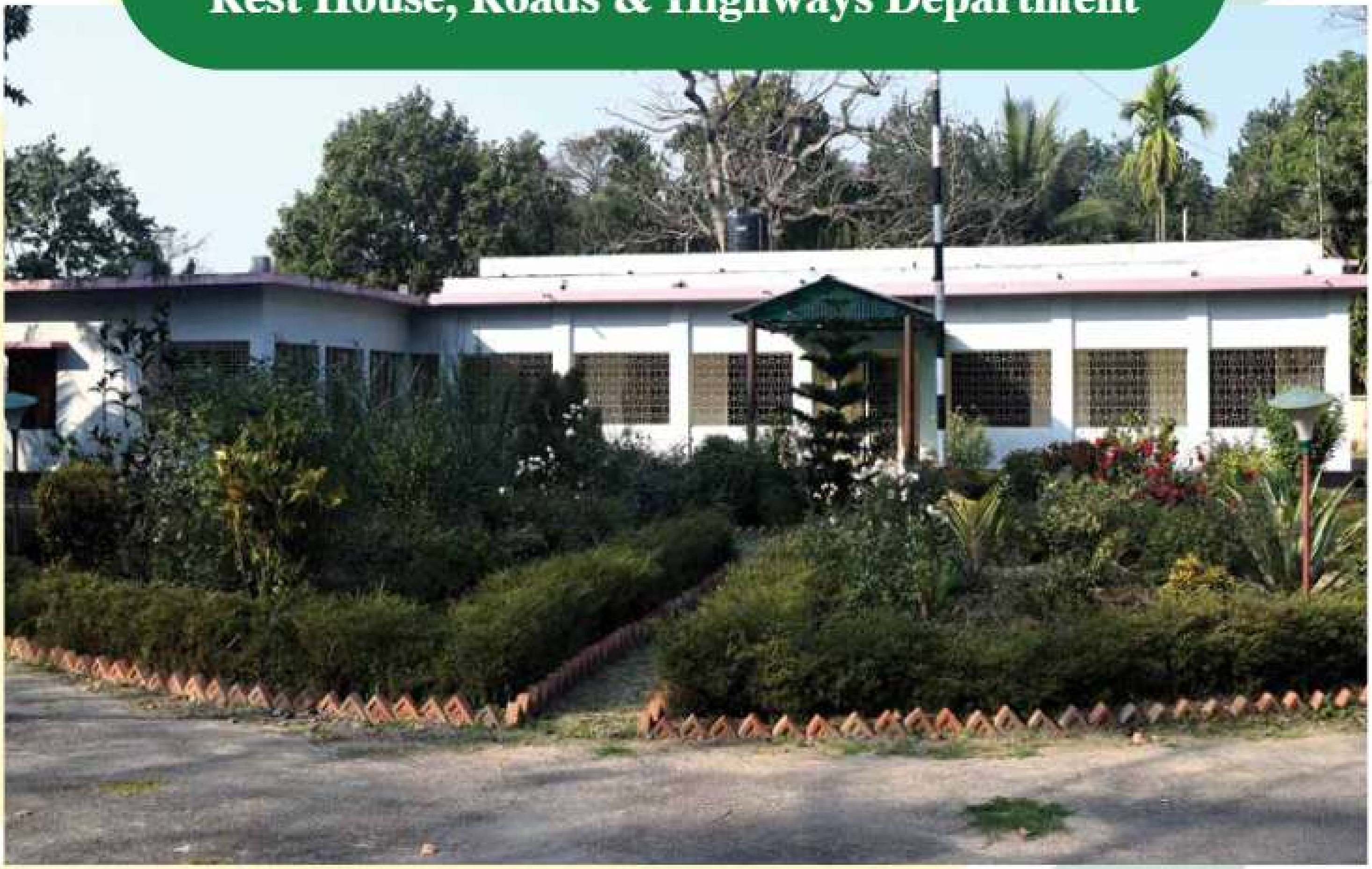

যোগাযোগ ঃ ০৭৯১-৬২৯৩৩

Contact: 0791-62933

সরকারি আবাসন/ Government Accommodation

পৌর গেস্ট হাউস, পৌর হল, মেহেরপুর
Municipal Guest House, Municipal Hall, Meherpur

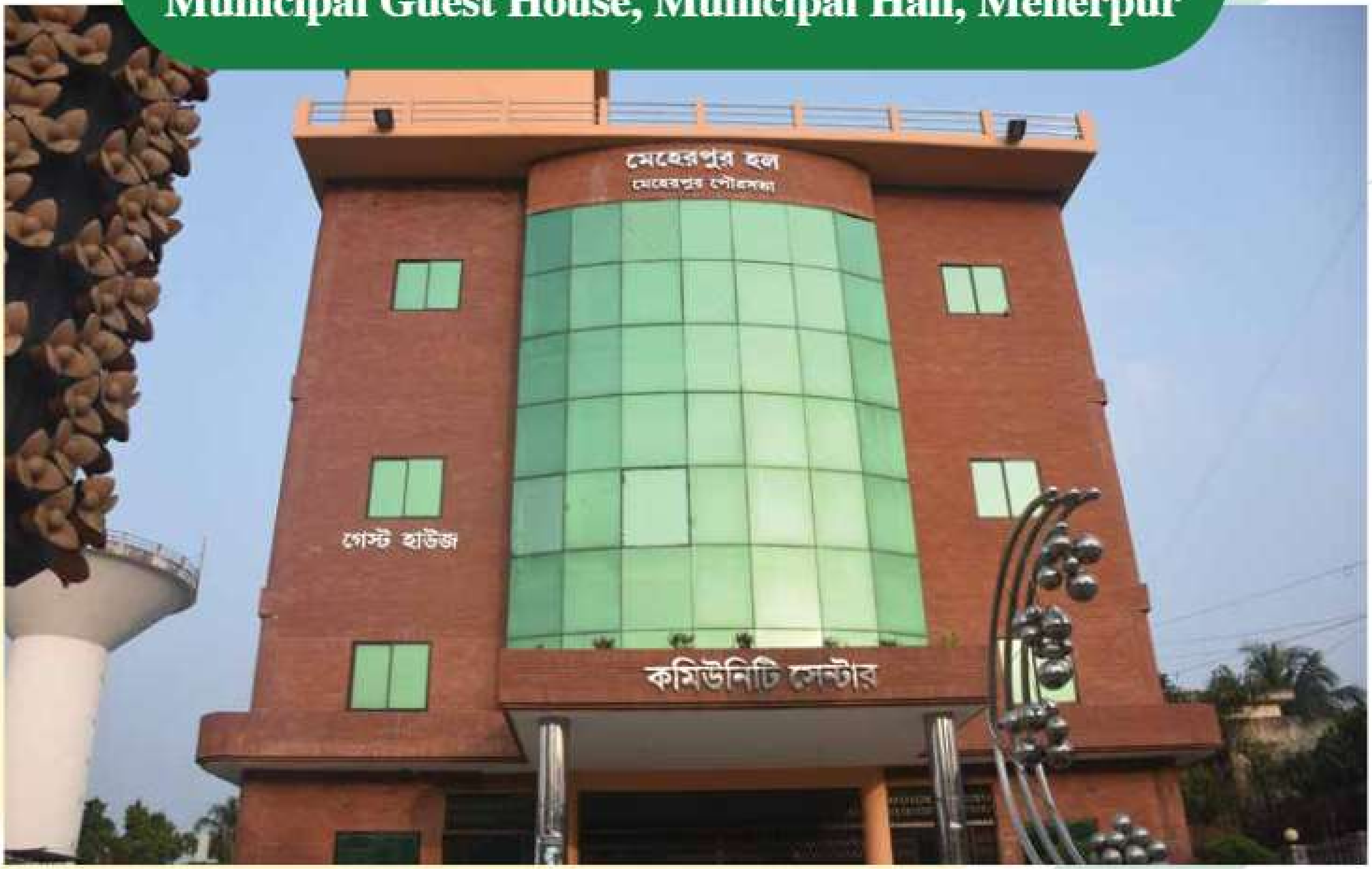

যোগাযোগ ঃ ০৭৯১-৬২৯৩৩
Contact: 0791-62933

বেসরকারি আবাসন/ Private Accommodation

ফিন টাওয়ার আবাসিক হোটেল
Fin Tower Residential Hotel

যোগাযোগ ঃ ০১৭৩৬-৬৪৭৯৬৯

Contact: 01736-647969

বেসরকারি আবাসন/ Private Accommodation

সোহাগ গেস্ট হাউস
Sohag Guest House

যোগাযোগ ঃ ০১৭১১-২৪১৫২৬
Contact: 01711-241526

বেসরকারি আবাসন/ Private Accommodation

শাহাজাদী আবাসিক হোটেল, মেহেরপুর মোবাইল ঃ ০১৭১৭-৪৮২৪৩৪	Hotel Shahazadi, Meherpur Mobile: 01717-482434
প্রিন্স আবাসিক হোটেল, মেহেরপুর মোবাইল ঃ ০১৭১৭-৫৩০৬০৭	Hotel Prince, Meherpur Mobile: 01717-530607
মিতা আবাসিক হোটেল, মেহেরপুর মোবাইল ঃ ০১৮১২-৪৮৫৪৪৩	Hotel Mita, Meherpur Mobile: 01812-485443

বেসরকারি খাবার হোটেল/ Private Restuarant

ইসলামীয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	Islamia Hotel & Restaurant
কুটুমবাড়ি কনভেনশন সেন্টার	Kutumbari Convention Center
রনি রেস্তোরা	Rony Restaurant
জহুরিয়া হোটেল	Hotel Johuria
বাসুদেব মিষ্টান্ন ভান্ডার	Basudev Sweet Store
গিয়াস মিষ্টান্ন ভান্ডার	Gias Sweet Store
সামাদ হোটেল, গাংনী	Samad Hotel, Gangni
সোবহান হোটেল, গাংনী	Sobhan Hotel, Gangni
আপ্যায়ন হোটেল, গাংনী	Appayan Hotel, Gangni
মালেক মিষ্টান্ন ভান্ডার, গাংনী	Malek Sweet Store, Gangni

এক নজরে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান
Tourist Spots at a glance

মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র ও আম্রকানন	Mujibnagar Liberation War Memorial Centre and Amrakanan (Mango Orchard)
মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধ	Meherpur Shaheed Memorial
আমদহ গ্রামের স্থাপত্য নিদর্শন	Architectural pattern of village Amdah
সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির	Siddheswari Kali Temple
আমঝুপি নীলকুঠি	Amjhupi Nilkuthi
ডিসি ইকোপার্ক/ভাটপাড়া নীলকুঠি, গাংনী, মেহেরপুর।	DC Echopark / Bhatpara Nilkuthi, Gangni, Meherpur
ভবানন্দপুর মন্দির	Bhabanandpur Temple
মেহেরপুর পৌর কবরস্থান	Meherpur Municipal Cemetery
পৌর ঈদগাহ	Municipal Eidgah
মেহেরপুর পৌর হল	Meherpur Municipal Hall
বল্লভপুর চার্চ, ভবের পাড়া	Ballavpur Church, Bhober Para
স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম, কুতুবপুর, মেহেরপুর	Swami Nigamananda Ashram, Kutubpur, Meherpur.

জরুরী ফোন নাম্বার

জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর	অফিস	- ০৭৯১-৬২৩০১
	মোবাইল নং	- ০১৭০৮-৪১০০০০
পুলিশ সুপার, মেহেরপুর	অফিস	- ০৭৯১-৬২৩০৩
	মোবাইল নং	- ০১৭১৩-৩৭৪২৪৪
এনডিসি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় মেহেরপুর।	অফিস	- ০৭৯১-৬২৪৯০
	মোবাইল নং	- ০১৭০৮-৪১০০০৫

Emergency Contacts

Deputy Commissioner (DC) Meherpur	Office	- 0791-62301
	Mobile	- 01708-410000
Superintendent of Police (SP) Meherpur	Office	- 0791-62303
	Mobile	- 01713-374244
Nezarat Deputy Collector (NDC) Meherpur	Office	- 0791-62490
	Mobile	- 01708-410005

মেহেরপুর

মুজিবনগর একাত্তর, গৌরবদীপ্ত মেহেরপুর

দরবেশ মেহের আলী , শেখ ফরিদের আশীর্বাদপুষ্ট
বচনকার খনা এবং মিহিরের উপাখ্যানধন্য
বিশ্বকবি খ্যাত বলরামী লোক সম্প্রদায় অধ্যুষিত
আমঝুপি, ভাটপাড়া নীলকুঠির স্মৃতি বিজড়িত
ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার এর সূতিকাগার
বাংলাদেশের স্বাধীনতার অস্ত এবং উদয় ভূমি
কাজলা, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব বিধৌত
আম , লিচু , কলা, কচুমুখীতে ভরপুর
এক কথায় নাম তার-
মেহেরপুর